পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্যে রচিত

শিশু সুরক্ষা নীতি

সংক্রান্ত পুস্তিকা

A Handbook on Child Protection Policy for Schools in West Bengal

February, 2015

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

দূরভাষ : ০৩৩-২৪৮৬ ৪৩৭৭ / ৫১১৪ ই-মেল : edusearch253@yahoo.com

State Council of Educational Research & Training,

School Education Department, Govt. of West Bengal

25/3, Ballygunj Circular Road, Kolkata - 700 019

Ph. : 033-2486 4377 / 5114 e-mail : edusearch253@yahoo.com

This Handbook has been developed with the approval and financial assistance of Centrally Sponsored Scheme on Teacher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

A Handbook on Child Protection Policy for Schools in West Bengal

Project Director : Dr. Chhanda Ray,
Director, SCERT, West Bengal

Project Coordinators : 1. Shri Gautam Bhattacharya,
Research Fellow, Grade-II, SCERT, West Bengal
2. Shri Subrata Kumar Biswas
Research Fellow, Grade-II, SCERT, West Bengal

Published by :

The Director, SCERT, West bengal

Printed by :

Hooghly Printing Co. Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
41, Chowringhee Road,
Kolkata-700 071

List of Project Consultants

1. Smt. Ruchira Goswami, Assistant Professor, The West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata.
2. Dr. Bijan Sarkar, Assistant Professor, Kalyani University.
3. Dr. Sujata Sen, Director, East India, British Council.
4. Smt. Amrita Sengupta, Education Specialist, UNICEF, Kolkata.
5. Smt. Paramita Neogi, Child Protection Specialist, UNICEF, Kolkata.
6. Smt. Tumpa Sarkar, Training Consultant, British Council, Kolkata.
7. Shri Debashis Banerjee, Human Right Law Network, Kolkata.
8. Shri Abhijit Bhowmick, Deputy State Project Director, PBSSM.
9. Dr. Aloke Bhattacharya, Deputy Secretary, WBBPE.
10. Shri Abdus Salam, Assistant Director, CSE, Kolkata.
11. Smt. Manisha Halder, Senior Lecturer, DIET, North 24 Parganas.
12. Smt. Nandita Dutta, Senior Lecturer, DIET, South 24 Parganas.
13. Shri Ajit Saha, Senior Lecturer, DIET, Cooch Behar.
14. Shri Kuntal Sinha, Headmaster, New Andul H.C.School.
15. Dr. Kanishka Chaudhury, Assistant Teacher, Akra Krishnanagar H.S.
16. Shri Deep Purkayastha, Director, Praajak Development Society.

মুখবন্ধ

একথা আমরা শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন কালে প্রায়শই অনুভব করি যে শিশুর প্রয়োজন সাহায্যের- শাস্তির নয়। ভারতীয় সংবিধানের ভাষায়, "... children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity..."। ফলে শিশুর সুরক্ষা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে শিশুর স্বাধীনতার (freedom) এবং মর্যাদার (dignity) সুরক্ষা। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তাদের চাহিদাগুলোর বিভিন্নতা নিয়ে যার ফলে শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে নানান সংবেদনশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, সহ-শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষাকর্মী এঁদের সবার সহানুভূতি, সহমর্মিতা, বুদ্ধি ও বোধে এইসব পরিস্থিতির মোকাবিলায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাতার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা এবং বিদ্যালয়ে যাতে শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলির প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেইদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এই পুস্তিকার ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। সেই অধ্যায়গুলির সম্পর্কে এইখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাঠককে পরিচিতি করানো হল। প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘিত হবার নানান তথ্য যা আমাদের সামনে তুলে ধরে পরিবার, গোষ্ঠী অথবা বৃহত্তর নাগরিক সমাজে শিশুর প্রতি নিগ্রহ হিংসা বা শোষণের নৈমিত্তিক চিত্র। অধ্যায়টি শেষ হয়েছে শিশু সুরক্ষা কী, এবং তার নীতি প্রণয়নের সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে।

শিশুর সুরক্ষার বোধগম্যতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেখানে লেখক তুলে ধরেছেন বিদ্যালয়ে শিশুকে যে ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার একটি তালিকা। কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে ''কেস স্টাডি'' হিসাবে, যা বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সেগুলির প্রতিরোধের উপায় খোঁজার জন্য সচেষ্ট করে। এই ''কেস স্টাডির'' মধ্যে British Council দ্বারা প্রস্তুত ছয়টি ''কেস স্টাডিকে'' সংযুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায় শেষ হয়েছে বিভিন্ন সমস্যা পরবর্তী কিছু চিহ্ন ও সংকেত সম্পর্কে আমাদের অবগত করে।

বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতির রূপরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এ সম্পর্কে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা ও কর্তব্য নিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে নিপীড়ন ও অবহেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির। সচেতনতা বৃদ্ধিই যে প্রতিরোধের প্রথম ধাপ সে দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধিতে যে বিষয়গুলির উপর নজর রাখা উচিত তারও উল্লেখ এখানে রয়েছে। বলা হয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে। একই অধ্যায়ে প্রতিরোধে সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন বা Reporting একটি মৌলিক পদক্ষেপ যার দ্বারা শিশুর ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের সমস্ত প্রেক্ষিতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তৃতীয় অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি, যেগুলির পেশ ও

প্রেরণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এর সাথেই তুলে ধরা হয়েছে প্রত্যুত্তর বা Responding-এর বিভিন্ন স্তরের কথা, যেখানে উল্লিখিত হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রশাসনের ভূমিকা। এক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি কাঠামো পরিবেশন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে বিদ্যালয়ে প্রতিরোধী ও সংবেদনশীল পরিবেশের সম্পর্কে, যেখানে শ্রেণিকক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। নিপীড়নের বিভিন্ন পর্যায়গুলির আলোচনা এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে মোকাবিলার জন্য কিছু পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে, যেখানে পাঠককে পরিচিত করা হয়েছে ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্থান সমূহের সঙ্গে।

পরিশেষে যে যে শব্দ বা বিষয়গুলি সম্পর্কে সবার স্পষ্টতা থাকা কাম্য তেমন কিছু শব্দ বা শব্দবন্ধের পরিভাষা পেশ করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

যাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রয়াস তারা এর ফলে বিদ্যালয়ে আরও সুরক্ষিত বোধ করলে সেটাই হবে এই চেষ্টার যথাযথ সার্থকতা।

1. Article 39(f), Indian Constitution.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি

Chapter-1 : School Child Protector Policy

1.1 ভূমিকা 8

1.2 শিশু সুরক্ষা কী? 11

1.3 বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য 11

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিশু সুরক্ষার বোধগম্যতা 13

Chapter-2 : Understanding child protection 13

2.1 সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগতি 13

2.1.1. দুর্বলের নিপীড়ন 14

2.1.2. হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ 15

2.1.3. সাইবার অপরাধ 15

2.1.4. করপোরাল শাস্তি 15

2.2 সমস্যা সংক্রান্ত কেস স্টাডি 16

2.3 সমস্যা পরবর্তী কিছু সনাক্তকরণের চিহ্ন ও সংকেত 20

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতির রূপরেখা : বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা ও দায়িত্ব 22

Chapter-3 : CPP Framework in School : Roles & Responsibilities of stakeholders within a school. 22

3.1 সচেতনতা 22

3.1.1 শিশু সুরক্ষা লঙ্ঘিত হবার বিভিন্ন ক্ষেত্র 22

3.1.1.1 শারীরিক নিপীড়ন 22

3.1.1.2 প্রাক্ষোভিক নিপীড়ন 23

3.1.1.3 যৌন নিপীড়ন 23

3.1.1.4 অবহেলা 24

3.1.2 নিরাপত্তা ও সুরক্ষা 25

3.1.3 সচেতনতা বৃদ্ধিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য 25

3.2 শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়ণে প্রতিরোধের ভূমিকা 27

3.3 প্রতিবেদন 28

3.3.1. প্রাথমিক প্রতিবেদন 29

3.3.2. স্থায়ী প্রতিবেদন 29

3.3.3. প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি 29

3.3.4. প্রতিবেদন পেশ ও প্রেরণ 30

3.4 প্রত্যুত্তর 30
3.4.1. প্রত্যুত্তরের স্তর 31
3.4.1.1. প্রথম স্তর — শ্রেণিকক্ষ 31
3.4.1.2. দ্বিতীয় স্তর — বিদ্যালয় 31
3.4.1.3. তৃতীয় স্তর — আইন ও আদালত 31
3.4.2. শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ের গন্ডীর মধ্যে শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকা 31
3.4.3. বিদ্যালয় পরিচালনা/ প্রশাসনের ভূমিকা 32

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে প্রতিরোধী এবং সংবেদনশীল পরিবেশ 34
Chapter-IV : Environment in School for Preventive and Responsive Action. 34
4.1. শ্রেণিকক্ষ 34
4.2. নিরাপত্তা ব্যবস্থা 34
4.3. নিপীড়ন 35
4.4. সংবেদনশীল বিষয়গুলির সমালোচনা 35
4.5. গোপনীয়তা রক্ষা 36
4.6. সঠিক পরামর্শ দান 36
4.7. কাকে জানাবেন 37
4.8. শিক্ষকের নিরাপত্তা 38

পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিসমূহ 39
Chapter - 5 : Relevant Policies and Laws 39
ভূমিকা 39
5.1. প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক সংস্থান 39
5.2. শিশু নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন 40
5.2.1. দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন ফর ফ্রী এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন 40
5.2.2. দ্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন অফ্ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০ 41
5.2.3. দ্য সিডিউল কাস্ট এন্ড ট্রাইব (প্রিভেনসন অফ্ অ্যাট্রোসিটিস) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ 42
5.2.4. দ্য প্রোটেকশন অফ্ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ২০১২ 42
5.3. শিশু নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি 43
5.3.1. ন্যাশনাল পলিসি অফ্ চিল্ড্রেন, ২০১৩ 43
5.3.2. এন.সি.পি.সি.আর ও এস.সি.পি.সি.আর 44

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং পরিভাষা 45
Chapter VI : Frequently Asked Questions and Glossary 45
6.1 FAQs on the RTE Act 2009 in context of CPP in schools. 45
6.2 পরিভাষা 49

প্রথম অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি
Chapter-1 : School Child Protection Policy

1.1 ভূমিকা :

বর্তমানে প্রতিদিন বিভিন্ন খবরের কাগজ অথবা সংবাদ চ্যানেল খুললেই আমাদের প্রায়শঃই শিউরে উঠতে হয় বিভিন্ন শিশু নির্যাতনের ঘটনা দেখে। কখনও শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে অঙ্গহানি বা মৃত্যু, কখনও শিক্ষকের কাছে অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা অথবা বিদ্যালয়ে বিশ্বাসভাজন কারো দ্বারা যৌন নির্যাতন - এইসব ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই আমাদের এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে - এ কোন্ বিশ্ব আমরা উপহার দিচ্ছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে?

"এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

প্রতিটি শিশুরই সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। একটি শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক সুস্থতা যেমন তার পরিবারের ওপর নির্ভর করে তেমনই বিদ্যালয়ের ওপরও অনেকাংশের নির্ভর করে। ছোটোবেলা থেকে একটি শিশুর বিকাশে তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদে ১৮ বছরের কমবয়সি বালক বা বালিকাকে শিশু বলা হয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে এদেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি যা জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের কাছাকাছি[১]। দেশে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় শিশুর মৌলিক অধিকারও ক্রমাগত লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। ভারতের বিপুল সংখ্যক শিশু বেড়ে উঠেছে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। আমাদের সমাজের দিকে তাকালে প্রতিনিয়তই এইসব অত্যন্ত পরিচিত ছবিগুলি চোখে পড়ে। যে বয়সে শিশুর স্কুলে লেখাপড়া শেখার কথা সে বয়সে ক্ষেত-খামারে, গৃহস্থ বাড়িতে, রেস্তোরা এবং কলকারখানায় শিশুকে কাজে লাগানো হচ্ছে। হাজার হাজার শিশু অন্যত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে মজুর খাটতে অথবা যৌন ব্যবসায় খাটতে। শৈশবেই তার সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ছে বিদ্বেষ আর হিংসার পরিমন্ডল।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ১৭ কোটি শিশু (সর্বমোট সংখ্যার ৪১%) আজও চরম প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে উঠছে[২]। গৃহ হিংসার শিকার হয়ে পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে পথশিশুর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের ২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এদেশে ৫৩ শতাংশেরও বেশি শিশু যৌন লাঞ্ছনার শিকার। এই বিপুল সংখ্যক শিশু এক বা একাধিক রূপে যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে।

লিঙ্গ বৈষম্য শিশু সুরক্ষার প্রশ্নের আরও একটি বড় দিক। ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে অনূর্ধ্ব ৬ বছরের প্রতি ১০০০ ছেলে পিছু মেয়ের সংখ্যা ৯১৪ জন। এই পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এদেশে বিপুল সংখ্যক কন্যা শিশু জন্মের আগেই খুন হয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাল্য বিবাহের কারণে প্রচুর সংখ্যক কন্যাশিশু আজও স্কুলের লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০০৭ সালের জেলাস্তরের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০ থেকে ২৪ বছরের মেয়েদের প্রতি ২ জনের মধ্যে ১ জনকে ১৮ পার হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় (সর্বমোট সংখ্যার ৪৩%)। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে ভারতে বালিকা বধূর সংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ। সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের সংখ্যা যদি ৬ কোটি হয় তবে তার মধ্যে ভারতের অবদান ৪০%[৩]।

শিশু শ্রমের ব্যাপকতাও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ২৪ লক্ষ। এছাড়াও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো' ২০১১ সালের এক সমীক্ষা রিপোর্টে সারা দেশে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের মোট ৩৩ হাজার ১০০টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ এর তুলনায় এই সংখ্যা ২৪% বেশী। এছাড়াও ২০১০ সালে ঐ সংস্থা ৩ হাজার ৪২২টি শিশু পাচারের ঘটনা নথিভূক্ত করেছে[৪]।

সুতরাং পরিবার, গোষ্ঠী অথবা বৃহত্তর সমাজে নানাবিধ হিংসা, নিগ্রহ এবং শোষণ থেকে শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে হলে সবার আগে প্রয়োজন শিশুর প্রাপ্য অধিকার সুনিশ্চিত করা। সঠিক সুরক্ষাই একটি শিশুর জীবনকে সুষম বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু শিশু বিপদসঙ্কুল এবং অসুরক্ষিত পরিবেশে থাকলে তার ভবিষ্যৎ জীবনও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে যেটা শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কোনমতেই আমাদের কাছে কাম্য হতে পারে না। তাই আজ প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে শিশুর অধিকার এবং ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ একজন সুরক্ষিত শিশুই নিজের এবং জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই যুগের প্রয়োজনে আমাদের প্রতিটি শিক্ষককে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে; শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হতে হবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ভাবে শিশুদের সর্বঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়। শিশুর অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য, বিশেষত: যারা শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে নিয়াজিত আছেন। আমাদের দেশে কি বিদ্যালয়ে, কি পরিবারে শিশুর অধিকার ভঙ্গকে সাধারণত: ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। কিন্তু যেসব সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে শিশুদের নিয়ে কাজ করে তাদের অবশ্যই শিশু সুরক্ষার বিষয়ে নৈতিক এবং আইনত: দায়িত্ব থাকা উচিত।

ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলি বর্তমানে অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ধারণ করেছে। ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের দ্বারা করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ শিশু অর্থাৎ প্রত্যেক তিনটি শিশুর মধ্যে দুটি শিশু বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তির সম্মুখীন হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৫৬%। ১৩-১৪ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ৪৩% এবং এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশের পরেই অর্থাৎ দেশের মধ্যে তৃতীয়।

এর মধ্যে ৬২% দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে সরকার অথবা পৌরসভার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে। শুধুমাত্র সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটি ৮৫.৫% (পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তিকে নিষিদ্ধ করার পরেও)। এই পরিসংখ্যান আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

২০১১ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতের ৬টি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে একটি সমীক্ষা (A Study on the "Inclusion and Exclusion of Students in the Schools and Classrooms in Primary and Upper Primary Schools") করেছিল। সেখানে দেখা গিয়েছে দরিদ্র, খারাপ জামাকাপড় পড়া, কামাই করা, পিছনের সারিতে বসা এবং অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে আসা শিশুদের অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তপশীলি জাতিভুক্ত বাচ্চাদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্য করা হয়। তবে তপশীলি অধ্যুষিত এলাকায় এই বৈষম্য অনেক কম। সাফাই-এর কাজ, জল আনা, চা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্য করা হয়। জাতি, পেশা বা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে শিশুদের প্রতি শিক্ষকদের বকাঝকা, শাস্তি বা গালাগালি দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। টিফিন বা মিড-ডে মিল খাওয়ার ক্ষেত্রেও ধনী-গরীব বা জাতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে।

বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা গেছে যে এখনও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং ভষাগত কারণে শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছে। প্রতিবন্ধকতা এবং বিভিন্ন অসুস্থতা/রোগের কারণেও শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়। দেখা গেছে যে দৈহিক শাস্তির তুলনায় এইসব মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুদের ভবিষ্যৎ বিকাশের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

শিশুদের কর্পোরাল শাস্তি (Corporal Punishment) দেওয়াকে বহু ক্ষেত্রেই, এমনকী বিদ্যালয়েও অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। মনে করা হয় যে এর দ্বারা শিশুদের শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ শেখানো যায়, যদিও কর্পোরাল পানিশমেন্ট শিশুদের আদৌ উন্নতি সাধন করে কিনা সে বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও শিক্ষক/শিক্ষিকারা ব্যাপক ভাবে এটি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এমনকি কর্পোরাল পানিশমেন্ট এতটাই প্রচলিত ধারণা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরাও এগুলিকে তার অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসাবে ধরে না, বা কারোর কাছে অভিযোগ জানায় না।

বর্তমানে এটি সারা বিশ্বে স্বীকৃত যে বিদ্যালয়ে যেকোনো প্রকারের শাস্তি কিন্তু শিশুর বিকাশের পথে অন্তরায়। যখন বড়রা শিশুদের দৈহিক শাস্তি দেয় তখন শিশুরাও ভেবে নেয় যে শারীরিক আঘাত হল যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তির একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান। এই মানসিকতা শিশুর মনে, দেহে এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর থেকে শিশুমনে জন্ম নেয় অক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব এবং পরবর্তীকালে শ্রেণিকক্ষে অসঙ্গত আচরণ, অনুপস্থিতি, মনোযোগের অভাব, বিদ্যালয়ের প্রতি বা শিক্ষকের প্রতি ভীতি বা বিতৃষ্ণা, হীনমন্যতা, অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায় যা শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইভাবে দৈহিক শাস্তি এবং শিক্ষকের বিভিন্নপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এবং তার মানসিক ও বৌদ্ধিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।

এই কারণেই রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশে নিজেদের সুরক্ষিত ভাবতে পারে এবং তাদের অধিকার ভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে অবশ্যই শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং শিশুদের যেকোন ধরণের নির্যাতনের থেকে সুরক্ষা দিতে হবে।

1.2 শিশু সুরক্ষা কী ?

১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশু সুরক্ষা বলতে বোঝায় শিশুদের যেকোনো ধরণের অবহেলা, নির্যাতন এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। শিশুর বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর যেকোনো কাজকেই শিশু নির্যাতন হিসেবে ধরা হয়। বড়দের অথবা সমবয়সী দ্বারা যেকোনো রকমভাবে নিগৃহীত হওয়াকেই শিশু নির্যাতন বলা যায়। একই সঙ্গে একাধিক প্রকার নির্যাতন/অধিকারভঙ্গের ঘটনাও ঘটতে পারে।

সাধারণত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে শিশু সুরক্ষার পথে অন্তরায় হিসাবে ধরা হয়।

- দৈহিক নির্যাতন যেমন - মারধোর করা।
- মানসিক নির্যাতন যেমন - স্নেহ না করা, ভালো না বাসা
- যৌন নির্যাতন যেমন - বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত যৌন আচরণ বা ছোটদের পর্নোগ্রাফিক ছবি দেখানো ইত্যাদি।
- যেকোনো প্রকার অবহেলা, যেমন - যথাযথ পরিচর্যা না করা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা।
- শিশুরা যদি নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করে ইত্যাদি।

1.3 বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য :-

- শিশুর অধিকার, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী এবং শিশুদের নিজেদেরও সচেতন করা এবং শিশু সুরক্ষার বিষয়ে তাদের দায়িত্ববান করে তোলা।
- বিদ্যালয়ে শিশুর অধিকারভঙ্গ বা নির্যাতনের ঘটনা যাতে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া।
- বিদ্যালয়ে যদি শিশুর অধিকার ভঙ্গ বা নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা এবং দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং শিশুটিকে মানসিক সাহায্য এবং নির্দেশনা দেওয়া এবং শিশুটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা।
- বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পরে তার ব্যবস্থা করা।

- সর্বোপরি মুক্ত, স্বাধীন পরিবেশে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা, কারণ শিশুরাই জাতীর ভবিষ্যৎ ও আগামী দিনের নাগরিক।

১-তথ্যসূত্র :- যোজনা পত্রিকার নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায়, পৃ: ২৬

২-তথ্যসূত্র :- যোজনা পত্রিকার নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায়, পৃ: ৩৪

৩-তথ্যসূত্র :- যোজনা পত্রিকার নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায়, পৃ: ৩৪

৪-তথ্যসূত্র :- যোজনা পত্রিকার নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায়, পৃ: ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিশু সুরক্ষার বোধগম্যতা
Chapter-2 : Understanding child protection

- **আলোচ্যসূচি :**

2.1 সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগতি।

2.2 সমস্যাগুলি সংক্রান্ত কেস স্টাডি।

2.3 ঘটনা পরবর্তী কিছু সনাক্তকরণ চিহ্ন ও সঙ্কেত।

2.1 সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগতি

শিক্ষকের পেশাগত বিকাশ ও তার দায়বদ্ধতাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষকের তার শিক্ষার্থীদের অধিকার ও তাদের বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। এগুলি সম্পর্কে যদি যথার্থভাবে অবগত হয় তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের তথা বিদ্যালয়কে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

বিদ্যালয় পরিবেশে প্রতিটি শিশুর যে অধিকার থাকা উচিৎ —

- শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের ভালবাসা
- স্বাধীনতা
- মর্যাদা
- সমশিক্ষা
- খেলাধূলা
- উপভোগ ও বিনোদন
- সুযোগ
- সৃজনশীলতার সম্মতি
- মানুষ হিসেবে বিবেচনা
- যত্ন
- কথা শোনা
- নিরাপত্তা
- শ্রদ্ধা
- সকলের সাথে সমান ব্যবহার

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে যে নিশ্চয়তা থাকা জরুরী —

- শিক্ষার্থী প্রকাশ্যে তিরস্কৃত হবে না।
- খারাপ ব্যবহার পাবে না।
- শোষিত হবে না।
- শিক্ষক-শিক্ষিকার বা বাবা-মায়ের আকাঙ্খা চরিতার্থ করার যন্ত্র হবে না।
- চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হবে না।
- বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিতে বৈষম্যের শিকার হবে না।
- মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে না।
- ব্যক্তি স্বার্থে কাজে বাধ্য করানো যাবে না।

উপরোক্ত অধিকারগুলি উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কিছু পালনীয় দায়িত্বও আছে। স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা সেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মনঃস্তত্ত্ব বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সময়ে তারা বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এইরকম অপরাধমূলক কাজগুলি হল —

2.1.1 দুর্বলের নিপীড়ন (Bullying)

একধরণের অযাচিত, আগ্রাসী আচরণ যা বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত বড়ো শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। এটি দুর্বলের উপর অত্যাচারের মতো। এক্ষেত্রে নিপীড়ন যে করছে আর যে নিপীড়িত হচ্ছে তাদের উভয়েরই নানারকম সমস্যা দেখা যেতে পারে।

কতকগুলি উৎপীড়নের ধরণ ও আচরণ হল —

১. ভাষাগত উৎপীড়ন →
- ক) বিরক্ত করা।
- খ) নাম ধরে ডাকা।
- গ) উৎকট যৌন বক্তব্য রাখা।
- ঘ) টিটকারি দেওয়া।
- ঙ) ক্ষতি করার ক্ষয় দেখানো।

২. সামাজিক উৎপীড়ন →
- ক) কোন কারণ দেখিয়ে কারও সঙ্গ ত্যাগ করা।
- খ) কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার জন্য বাকিদের বাধ্য করা।
- গ) কারো সম্পর্কে হাস্যকর বক্তব্য প্রচার করা।
- ঘ) জনসমক্ষে কাউকে বিব্রত করা।

ঙ) কারও জাত-পাত নিয়ে তাকে নিপীড়ন করা।

৩. **দৈহিক নিপীড়ন** → ক) দৈহিক আঘাত করা।

খ) থুতু ছেটানো।

গ) ধাক্কা দেওয়া, ফেলে দেওয়া।

ঘ) উৎকট অঙ্গভঙ্গি করা।

2.1.2 হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ (Violence)

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্নরকম হিংসাত্মক ঘটনা, যেমন — উৎপীড়ন, যৌন প্রতিহিংসা, খুন, অত্যাচার, সাইবার অপরাধ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা যে পরিমন্ডলে বসবাস করে তার গন্ডি অনেক ব্যাপক। এখানে এমন কিছু উপাদান আছে, যা তাদের মধ্যে হিংসাত্মক ক্রিয়া করার উপযোগী প্রেষণা যোগায়।

2.1.3 **সাইবার অপরাধ (Cyber Crime)** — বর্তমান টেলি-সংযোগ পদ্ধতি তথা ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে যদি কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অপরাধমূলক মনোভাব নিয়ে সরাসরি তাকে, বা তাদের দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে সাইবার অপরাধ বলে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা যেমন কোন কোন শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিঘ্নিত হয়, তেমনি আরও ব্যপকভাবে বিঘ্নিত হয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তি, যেমন শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্মী, স্ব-নির্ভর দলের সদস্যা বা সদস্য বিদ্যালয়ে গাড়ির কর্মচারী ইত্যাদির দ্বারা। এই জাতীয় সমস্যাগুলি হল —

2.1.4 করপোরাল শাস্তি (Corporal Punishment) ঃ

বর্তমানে বহু শিক্ষার্থীর কাছে শাস্তি ও নিপীড়ন এবং অপরাধ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। 'Corporal Punishment'-এর মধ্যে সাধারণ এমন কিছু উপাদান থাকে যা শিক্ষার্থীদের যন্ত্রণা বা দৈহিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য দান করে। এই ধরণের শাস্তির মধ্যে অনেক কিছু পড়ে যেমন - শিশুদের হাত দিয়ে বা অন্য কোন বস্তু দিয়ে আঘাত করা, চুল টানা অথবা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, কোন ঘরে আটকে রাখা, রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা অথবা মানসিক নিপীড়ন করা।

এই সমস্ত শাস্তির ফলে শিশুরা ক্রমশ অপরাধপ্রবণ, উদ্‌ভ্রান্ত এবং শিক্ষাবিমুখ হয়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সাংঘাতিকভাবে দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য হারাতে পারে। এমনকি অসুস্থ হয়ে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

দৈহিক শাস্তি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে সহজবোধ্য হলেও মানসিক শাস্তি বেশি জটিল। শিক্ষকের কোন্ আচরণে শিক্ষার্থীরা মানসিক নিপীড়নের শিকার হবে, তা শিক্ষক-শিক্ষিকা অনেকাংশেই বুঝে উঠতে পারেন না। এরকম কয়েকটি পরিস্থিতি হল —

- শিক্ষার্থীর বোধ, প্রয়োজন, আবেগ না বুঝে তার সঙ্গে অবিবেচকের মতো ব্যবহার।
- শিক্ষার্থীর উদ্বেগ ও ভয়কে উপেক্ষা করা।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রভেদকে অসম্মান করা।

- শিক্ষার্থীকে নির্বোধ বলে ধরে নেওয়া ও সকলের সামনে তা প্রচার করা।
- শিক্ষার্থীর সঙ্গে যা খুশি ব্যবহার করা।
- জনসমক্ষে শিক্ষার্থীকে বকাঝকা করা।
- ভুলের জন্য শিক্ষার্থীকে নেতিবাচক সমালোচনা করা।
- অন্যদের জন্য শিক্ষার্থীকে বলির পাঁঠা করা।
- অন্যদের ভুলের জন্য কোন শিক্ষার্থীকে দোষ দেওয়া।
- দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রতি নীচ দৃষ্টি।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষে বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি অসহযোগিতা।
- জাত-পাতের ভিত্তিতে আচরণ।
- পিছিয়ে পড়া অংশ বিশেষত তপশিলী জাতি ও উপজাতি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ।

এছাড়াও দীর্ঘদিন থেকে ঘটে চলা নিপীড়ন, যা মূলত: আদিম প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষার্থীদের শিকার হতে হয় — তা হল যৌন নিপীড়ন (Sexual harassment)। বিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কোন্ অংশ থেকে শিক্ষার্থীর উপরে আসবে, তা হয়তো আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যাদের বিশ্বাস করে, ভরসা করে, তার বা তাদের কাছ থেকেও এরকম আঘাত আসতে পারে। যৌন নিপীড়নের রূপভেদ যেমন আছে তেমনি সেই মানুষগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশের হতে পারে। এরা যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকা হতে পারেন, তেমনি বিদ্যালয়ের দারোয়ান বা অন্য কোনও শিক্ষার্থীও হতে পারেন। এমনকি সে তার সহপাঠীও হতে পারে।

যৌন নির্যাতনের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য 'শিশু যৌন নির্যাতন সুরক্ষা আইন, ২০০০/২০১২' (POCSO 2000/2012), 'শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন আইন' ২০০৫ (NCPCR), 'শিশুদের বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন' ২০০০ ['Juvenil Justice (Care & Protection) Act' 2000]-এ কঠোর শাস্তিবিধানের বিধি রয়েছে। তা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীরা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

এর কারণ খুঁজতে যাওয়া আমাদের এই প্রতিবেদনের কাজ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য কিভাবে আমরা একে প্রতিরোধ করতে পারি, তার প্রতি সজাগ ও যত্নবান হওয়া।

2.2 **কেস স্টাডি** (Case Study)

আসুন, আমরা এরকম কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নিয়ে কাজ করি/ভাবি এবং সেখান থেকে কিভাবে এর পুনরাবৃত্তিকে প্রতিরোধ করা যায়, তার উপায় খোঁজার চেষ্টা করি।

১) দিলখুশ সাহারিয়া ১৬ বছরের এক আদিবাসী ছাত্র। রাজস্তানের সরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ২২ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে মুকুট সেন নামে একজন শিক্ষক তাকে তার সহপাঠীদের সামনে বেধড়ক মারধর করে। অপমানের জ্বালায় দিলখুশ ঐ রাতেই আত্মহত্যা করে।

[সংবাদসূত্র - বর্তমান, ২৪শে নভেম্বর, ২০১৪ পৃ-৩]

প্রশ্ন : i) আপনি এই ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ii) আত্মহত্যার জন্য কি শিক্ষকই দায়ী নাকি অন্য কিছু?

iii) শিক্ষক কী করতে পারতেন?

iv) আপনি বা আপনারা কী করবেন?

২) জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল খেতে বসেছিল জনা ৩০ পড়ুয়া। পাতে পড়েছিল সদ্য রান্নাঘর থেকে আসা গরম খিচুড়ি। সাধারণ ঘরের পড়ুয়ারা একসঙ্গে বসে খাওয়ার সময় আচমকাই আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সোনালী রায়ের খিচুড়িতে সিদ্ধ হয়েছে একটি টিকটিকি। যা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ছোট্ট মেয়ে পিউ সরকার। এবং অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পিউ এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এখনও তার চিকিৎসা চলছে।

[সংবাদসূত্র - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২০শে নভেম্বর, ২০১৪]

প্রশ্ন : i) মিড ডে মিল কি শিক্ষার্থীর অধিকার?

ii) কিভাবে এই অধিকারকে সুরক্ষিত করবেন?

iii) এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনার কী দায়িত্ব?

iv) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি কী হতে পারে?

৩) কলকাতার একটি নামী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী রূপাঞ্জনা। তার জন্য নির্দিষ্ট পুল-কারেই সে স্কুলে যাতায়াত করে। ড্রাইভার কাকু তার সঙ্গে কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করে — সেটা সে বুঝতে পারে। ধীরে ধীরে তার মধ্যে স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই নানা অজুহাতে না যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। শেষে একদিন সেটা সে তার মাকে বলে। মা যথারীতি তার স্কুলের প্রধাণ শিক্ষিকাকে জানান।

প্রশ্ন : i) পুল-কার যদি আপনার/আপনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

ii) মায়ের অভিযোগ পেয়ে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

iii) বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীদের কিভাবে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে সচেতন করবেন?

৪) সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অঞ্জনা। প্রথম থেকেই খেলাধুলায় বেশ আগ্রহ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ওর অংশগ্রহণ ও পুরস্কার অর্জন সকলের কাছেই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে ও আর শারীর শিক্ষার ক্লাসে বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে না। বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার নজরেই আসে বিষয়টি। একজন শিক্ষিকা অঞ্জনাকে বারবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ও কান্নায় ভেঙে পড়ে ও বিদ্যালয়ের নতুন ক্রীড়াশিক্ষক সম্পর্কে একরাশ অভিযোগ করে — কিভাবে ঐ শিক্ষক তাকে আসন বা অন্যান্য খেলা শেখানোর নামে কিভাবে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করে।

প্রশ্ন : i) এটা কি শুধুই শারীরিক নির্যাতন না মানসিকও?

ii) ঐ শিক্ষকের প্রতি আপনি ব্যবস্থা নেবেন?

iii) আপনার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি কী হবে?

iv) ঐ শিক্ষার্থীকে আপনি কিভাবে মূলস্রোতে বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন?

৫) বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়। একজন শিক্ষিকা/শিক্ষক তিনি তার ক্লাসে উপস্থিত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সবসময়-ই একটা নেতিবাচক আচরণ করেন। তাদের সম্বোধন থেকে শ্রেণীতে পঠন পাঠনের সময় এটা বুঝিয়েই দেন যে, তাদের থেকে তিনি কিছু আশা করেন না বা তারা যে কিছু বোঝে না বা পারবে না — এটা তিনি জানেন।

প্রশ্ন : i) RTE' 2009 এ এই সংক্রান্ত কী বিধি আছে?

ii) ঐ বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে আপনার পরামর্শ কী হবে?

iii) তারপরেও যদি তিনি আপনার পরামর্শ বা RTE বিধি না মেনে চলেন, আপনার পদক্ষেপ কী হবে?

৬) একটি কো-এডুকেশন স্কুল। একজন সার্থক শিক্ষক — সবাই জানে তিনি ভাল ক্লাস নেন এবং তার বোঝানোর পদ্ধতিও সকলের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি যতটা জনপ্রিয় নবম-দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা খুব খারাপ। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, ঐ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসার নামে কারণে অকারণে ভীষণভাবে গায়ে হাত দিয়ে তার আচরণের প্রকাশ ঘটান।

প্রশ্ন : i) এই ঘটনাকে শিক্ষকের কী ধরণের আচরণ বলে মনে করেন - ইচ্ছাকৃত না অভ্যাস?

ii) যাই হোক না কেন তাকে কিভাবে বিরত করবেন?

iii) তার teaching quality কিভাবে উঁচু শ্রেণিতে ব্যবহার করবেন?

৭) উত্তরবঙ্গের কোনো এক উচ্চ বিদ্যালয়ে টিফিনের পরে একজন শিক্ষক আবিষ্কার করলেন একাদশ শ্রেণির চার-পাঁচজন ছেলে ও মেয়ে শ্রেণিকক্ষে নেশা করছে (তরল পানীয়ের)। যথারীতি প্রধান শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট হয় এবং নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রশ্ন : i) আপনি কি মনে করেন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত যথাযোগ্য?

ii) ঐ শিক্ষার্থীরা কোথাও কি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হল?

iii) কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সঠিক হত বলে মনে হয়?

Case Studies (provided by British Council)

Discuss any 2 of the following in your groups and record your answers for discussion with the larger group.

1. Sandeep is a bright and eager student aged 11. His father has a tea stall near the Maidan. Sandeep attends school regularly and sits in the front row of the class with his friends. For a few days he seems distracted. He now purposely sits at the back of the class and falls asleep.

- What should you do as a teacher in the first instance?
- What course of action would you take if you found that Sandeep's behavior reflected some sort of abuse?
- Who would you contact?
- How would you safeguard yourself and Sandeep?
- What are the expected outcomes for you and Sandeep?

2. Minu is one of your pupils in Class 5.She is a slow reader and not an able pupil. For the last few days she is complaining about stomach pains. You are very busy with class work and leave Minu to sleep on her bench. She does not take part in the lesson and her copy book is empty at the end of the day. You decide to speak to her..She suddenly bursts out into tears in front of the class and starts making an allegation against another new teacher. You have also heard rumours that he had left his previous job under suspicious circumstances.

- How do you manage this outburst?
- How would you respond?
- Who would you contact?
- How would you safeguard yourself and Minu?
- What is the outcome for Minu?

3. Chandan. is always joking and loves sports. He has been chosen for the School Football team and goes for extra practice after school to the local Football Ground twice a week. One morning he appears listless in the corridor and his clothes smell peculiar. You are the P.T. teacher but you observe that he spends the entire day in a stupor. He is obviously under the influence of something unpleasant and harmful.

- Do you question him?
- Do you go to the Football training ground?
- What would be your action as you know this boy has the promise to bring recognition to the school as a star player?
- What do you know about alcohol or drug abuse?
- What is the outcome for Chandan after your intervention?

4. Kabita is in Class 4 and comes from a BPL family. She has recently joined the school and has no friends. Some senior girls ask for a puja contribution of Rs.20.She does.not make the contribution. As a punishment the senior girls lock her in the toilet during lunch time.The teacher does not miss her in class. At the end of the school day one of the toilet cleaners hears her cries and lets her out. She goes home and the next day her parents admit her to the local hospital. She is very ill and dies. The parents and the local people are furious and attack the school premises causing the school to close down for several weeks.

- Is this a case of child neglect/abuse?

- How could the school have prevented this from happening?
- Who was responsible for what happened?
- Was the child protected or listened to?

5. Anil has well to do parents and always has new shoes and school bags whenever he wants them. He always brings a lot of money to school and is a great show off to other boys. He tries to make friends by giving them expensive gifts but is really not liked by his classmates. One day while returning home from school, he slips on the mud near the pond behind the school. There is local hawker who was seen talking to him before the accident. Local people hear his cries but nobody helps him and he drowns. When he does not return home his parents come to the school looking for him but he is not there. The police are informed and they drag the dead body out of the pond.

- Why did this terrible tragedy happen?
- Could it have been prevented?
- What role does the community play?
- What role did the parents play?
- How does the school handle this tragedy and what steps should the school take to prevent this kind of incident?

6. All the children in Class 3 sit down for a midday meal.10 of them pass out after eating a mouthful of the rice and dal served. The students are taken to the hospital. Several die as they have been poisoned by the adulterated dal they have eaten. The school is stormed by parents whose loss is shocking and terrible. No one is willing to take the blame.

- What actions taken by the school could have prevented this action?
- Is this a case of multiple children abuse?
- What should happen to those found guilty?
- How does such an incident impact the reputation of the school with regards to its treatment towards children?

(Please remember to consider the “hidden factors” when you discuss these cases. Always remember that there are two sides to every coin.)

2.3 সমস্যা পরবর্তী কিছু সনাক্তকরণের চিহ্ন ও সঙ্কেত

শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে এরকম কিছু আচরণ আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যা দেখে বুঝতে পারি শিক্ষার্থী কোনভাবে নিপীড়নের শিকার। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে আমাদের ভীষণভাবে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই আচরণগুলিকে আমরা বলতে পারি Institutionally Induced Post-Traumatic Stess Disorder (IIPTSD) বা প্রতিষ্ঠান প্ররোচিত আতঙ্ক পরবর্তী প্রেষক বিশৃঙ্খলা।

চিহ্ন ও সঙ্কেত ঃ-

- শিক্ষার্থীর একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা
- ক্লান্তিভাব
- হতাশার প্রকাশ
- সহপাঠীদের সঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণ
- বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি ভীতি, যা স্বাভাবিক নয়
- আক্রমণাত্মক মনোভাব
- সাফল্যের মান নিম্নগামী
- কর্তৃপক্ষের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভ
- শ্রেণিতে অনুপস্থিতির মানসিকতা
- দীর্ঘ অনুপস্থিতি
- অপরাধবোধ থেকে আচরণ
- বিদ্যালয় ত্যাগ

আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে যখন এরকম আচরণ পর্যবেক্ষণ করবো বা এগুলি যখন আমাদের পর্যবেক্ষণে আসবে আমরা সেই শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যার কাছে সর্বাপেক্ষা সাবলীল তিনি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতির রূপরেখা : বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা ও দায়িত্ব

Chapter-3 : CPP Framework in School : Roles & Responsibilities of stakeholders within a school.

3.1. সচেতনতা

বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি

২) অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি

৩) শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি

৪) শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি

3.1.1 বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়ণের আগে দেখে নেওয়া প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

3.1.1.1 শারীরিক নিপীড়ন ঃ- শারীরিক নিপীড়নের ক্ষেত্রগুলি হল — শিক্ষার্থীকে আঘাত করা, তাকে খুব জোরে ঝাঁকানো, কোনো কিছু ছুড়ে মারা, বিষ প্রয়োগ করা, গরম কিছুর ছেঁকা দেওয়া, জলে ডুবিয়ে দেওয়া, দম বন্ধ করে দেওয়া বা অন্য যে কোনো উপায়ে শিক্ষার্থীকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ। শারীরিক নিপীড়ন সংঘটিত হয়ে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী দ্বারা অথবা তার বন্ধুর দ্বারা নিগৃহীত হওয়া। অনেক সময়ে অভিভবাকও শিশুর ওপর শারীরিক নিপীড় করেন।

শারীরিক নিপীড়নের ক্ষেত্রে যা দেখে বোঝা যাবে —

- অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন, এগুলি ঠিক পড়ে যাবার পর যে দাগ হয় তার থেকে আলাদা ধরণের।
- চোখের তলায় কালশিটের চিহ্ন, গালে বা শরীরের অন্য জায়গায় আঙুলের দাগ, কোনো অংশ ফুলে ওঠা।
- পোড়া দাগ।
- শরীরের কোনো অংশ ফেটে যাওয়া অথবা হাড় ভেঙে যাওয়া।
- অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। যেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।

3.1.1.2 প্রাক্ষোভিক নিপীড়ন — এই ধরণের নিপীড়ন প্রাক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে একধরণের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। প্রাক্ষোভিক নিপীড়নের কয়েকটি ধরণ নিচে আলোচনা করা হল —

- শিশুকে তার কোনো কাজের জন্য প্রায়শই ''অপদার্থ'' সম্বোধন করা।
- শিশুর স্বাভাবিক মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া বা থামিয়ে দেওয়া অথবা সুযোগই না দেওয়া।
- সকলের সামনে শিশুকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা।
- নিজেদের চাহিদা শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যদিও হয়ত সেই সময় বয়স অনুপাতে সেই চাহিদা পূরণের সামর্থ তার হয় নি / পরবর্তী ক্ষেত্রে চাহিদা পুরণে অসমর্থ্য হলে তাকে ভৎর্সনা করা।
- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুকে যোগদানে বাধা দেওয়া এবং স্বাভাবিক মত বিনিময়ে বাধা দান।
- শিশুকে ভয় দেখানো।

একটি শিশু যে প্রাক্ষোভিক নিপীড়নের শিকার তা বোঝার কয়েকটি সাধারণ উপায় হল —

- খেতে চাইছে না।
- অস্বাভাবিক ওজনের বৃদ্ধি / হ্রাস
- হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে ওঠা বা কেঁদে ফেলা
- অজানা ভয় অথবা দুশ্চিন্তা
- আত্মবিশ্বাসের অভাব (আমার দ্বারা কিছু হবে না — এই ধরণের ধারণা পোষণ)
- বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলা

এছাড়াও শিশুটির সঙ্গে কথা বলে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহ নিরীক্ষণ করেও তার ওপর সংঘটিত প্রাক্ষোভিক নিপীড়নের কথা বোঝা যেতে পারে।

3.1.1.3 যৌন নিপীড়ন — কোনো একটি শিশুকে যৌন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করালে তা যৌন নিপীড়ন বলে গন্য হবে। অনেক সময় হিংসা ছাড়াই এই নিপীড়ন সংঘটিত হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে শিশুটির কোনো ধারণাই থাকে না যে কী ঘটতে চলেছে।

যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে — (কি হলে বলব ?)

- শারীরিক সংযোগ (অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে বা যে কোনো অঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটানো)
- অনেক সময় অনুপ্রবেশ না ঘটিয়েও যৌন নিপীড়ন সংগঠিত হতে পারে — সেক্ষেত্রে হস্তমৈথুন, চুমু খাওয়া, গোপনাঙ্গে হাত দেওয়া বা ঘষা।

- উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও উত্তেজক ছবি বা ভিডিও দেখানো
- শিশুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা যাতে সে নিপীড়নকে আর নিপীড়ন হিসাবে না ভাবে।

যৌন নিপীড়ন কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দ্বারাই সংঘটিত হবে এমনটা নয়। যেকোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বা সহপাঠী দ্বারাও তা সংঘটিত হতে পারে।

(কি করে বুঝব ?)

- যৌনাঙ্গে অথবা প্রস্রাবের জায়গায় জ্বালা / প্রদাহ
- প্রায়শই রোগ সংক্রমণ
- অন্তর্বাসে রক্তের দাগ
- দুপায়ের ফাঁকে কালশিটের দাগ
- হাঁটতে চলতে অসুবিধা
- আতঙ্ক / হতাশা
- বড়দের সামনে এলেই জড়োসড়ো হয়ে যাওয়া বা মনে সবসময় ভয়ভয় ভাব
- যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করতে থাকা / আগ্রহ
- নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেওয়া বা ক্লাসে মনোযোগ না দেওয়া।

3.1.1.4 অবহেলা ঃ- অবহেলা হল শিশুর দৈনন্দিন প্রাক্ষোভিক এবং শারীরিক চাহিদা পূরণে অক্ষমতা যা তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

<u>কী হলে বুঝব ?</u>

- শিশুর পর্যাপ্ত খাবার, জামাকাপড়ের ব্যবস্থা না করতে পারা (এর মধ্যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটও অনেক সময় দায়ী। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র মিড-ডে-মিল ছাড়া খাবারের সংস্থান করা সম্ভবপর নয় এবং পোশাকের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার দিকে নজর দেওয়া যাবে তাদের জন্য সরকারি অনুদানগুলির ব্যবস্থা করে।)
- শারীরিক ও মানসিক আঘাত থেকে শিশুকে রক্ষা করতে না চাওয়া।
- যথাযথ যত্ন না নেওয়া।
- উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থাপনা করা।
- অনেক ক্ষেত্রে শিশুর আবেগকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া বা উড়িয়ে দেওয়া।

<u>কী করে বুঝব ?</u>

- প্রাক্ষোভিক নিপীড়নের ক্ষেত্রে যেভাবে বোঝা যায় যে শিশুটি নিপীড়িত এখানেও অনেকটা সেভাবেই বোঝা যাবে শিশুটি বঞ্চিত বা শিশুটিকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অবজ্ঞার ফলে শিশুটি নিজেকে অসুরক্ষিত মনে করতে থাকে।

3.1.2 নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

শারীরিক সুস্থতার জন্যও সচেতনতা আবশ্যক।

কোন ক্ষেত্রে

- মিড ডে মিল খাবার আগে এবং পরে যথাযথভাবে হাত ধোওয়া।
- মিড ডে মিল রান্নার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া এবং খাবার যাতে সুরক্ষিত থাকে তার প্রতি যত্নবান হওয়া।
- নিজেদের আবেগকে সংযত করার প্রয়াস বা অভিযোগ জানাবার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেই অভিযোগগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

  (অনেক ক্ষেত্রেই শিশু ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের ফলে অন্যের গায়ে হাত তোলা বা মারামারি করে। এতে উভয়েই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। অন্য সহপাঠী যদি কোনো অন্যায় করে থাকে তবে তার অভিযোগ শিক্ষকের দ্বারা যথাযথভাবে বিবেচিত হলে অনেক সময়েই ক্ষোভের প্রশমণ ঘটে।)
- চোট আঘাতজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।
- বিদ্যালয়ে আসা এবং ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার সময় শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।
- পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো যাতে অন্যান্য বিপদের ক্ষেত্রগুলিও না থাকে।

শোষণ বা ক্ষুদ্রাস্বার্থ চরিতার্থ করা

অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থে আমরা শিশুদের ব্যবহার করি। এ বিষয়ে শিশুমনে সচেতনতা না থাকর দরুণ তারা সেই কাজগুলি করে যা তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অনুপস্থী না হয়ে কেবলমাত্র ক্ষুদ্রস্বার্থই চরিতার্থ করে।

যদিও এগুেলিকে মহিমান্বিত করার প্রয়াস থেকে বড়রা বিরত থাকেন না। এখানে বড় বলতে বয়সে বড় শিক্ষার্থীর কথাও বলা যায়। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে ঐ একই কাজ হলে তখন তাকে শোষণ বা exploitation বলে গণ্য করা যাবে না যা হবে সর্বাঙ্গীন শিশু বিকাশের অনুপস্থী।

3.1.3 সচেতনতা বৃদ্ধিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

কে করবেন ? কীভাবে করবেন ?

প্রথমেই বলা হয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির এই কাজগুলি কয়েকটি স্তরে হবে।

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধি ঃ— শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা।

শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শ্রেণি অধিবেশন চলাকালীনই এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি চলতে পারে। এই কেবলমাত্র 'do's and don'ts' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়গুলি জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা বিষয়গুলিকে কেবলমাত্র 'অকেজো নিয়মাবলী' হিসাবে না দেখে বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তবভাবে জানতে পারে। প্রয়োজনে কোনো বাস্তব

ঘটনা বিশ্লেষণ করে শিক্ষক মহাশয় বিষয়গুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এগুলি কোন নির্ধারিত সময়ে না করে প্রায়শই করা উচিত। এক্ষেত্রে কোনো audio-visual aid-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

২) অভিভাবকদের মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধি ঃ অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি শিক্ষক মহাশয় করবেন। এখানে কোনো বিশেষ একজনের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সমগ্র শিক্ষকমন্ডলীকেই প্রয়োজনে কয়েকটি উপদলে ভেঙে এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার এই অভিমুখীকরণ করার প্রয়োজন। আর প্রয়োজন নিয়মিত অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময়, শ্রেণিকক্ষের বাইরে। এরমধ্যে পরিচালন সমিতির যোগদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি।

৩) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি ঃ— এক্ষেত্রে প্রতি দুবছরে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক শিক্ষকের অভিমুখীকরণ প্রয়োজন। এই অভিমুখীকরণ ঘটাবেন অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ অন্যান্য বিশেষজ্ঞবৃন্দের সহায়তায়। এক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বিষয়ই খোলামেলা আলোচনা হওয়ার দরকার এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান হওয়া আবশ্যিক।

৪) শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ—

এই অভিমুখীকরণে অংশগ্রহণ করবেন পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। এই অইভমুখীকরণের আওতায় মিড-ডে-মিল কর্মীদের নিয়ে আসা একান্ত জরুরি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুরা কোনো নির্দিষ্ট ভাড়া করা গাড়িতে বিদ্যালয়ে আসে তাদেরও আসতে বলা হোক। আর প্রয়োজন বিদ্যালয়ের অশেপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যেও ধারণাগুলির সম্পর্কে অলোচনা। অনেকক্ষেত্রে এঁদের নজরদারিও অনেক বিপদের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

৫) পরিষ্কার এবং যথেষ্ট আলোকোজ্জ্বল বাথরুমের (বা কলঘরের) ব্যবস্থা করা।

৬) মেয়েদের শারীরিক প্রয়োজনগুলিকে মাথায় রেখে যথাযথ বন্দোবস্ত করা — যেমন বাথরুমে waste paper basket রাখা, সেটির নিয়মিত সাফাই করা ইত্যাদি।

৭) বিদ্যালয়ে রাখা First Aid box-এ Sanitary Napkin-এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।

৮) Mid-day-meal-এর সমস্ত শিশু — ছেলে এবং মেয়েরা — একই রকম খাবার খেতে পাচ্ছে তা সুনিশ্চিত করা।

৯) মেয়েরা খাবার বিদ্যালয় চত্বরেই যাতে খেয়ে নেয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

১০) আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে অগ্নি নির্বাপনের বন্দোবস্ত রাখা।

প্রত্যেকটি সচেতনতার পদক্ষেপ সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এর ঘোষণা বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে প্রদর্শন (display) করা একান্ত জরুরী।

3.2 শিশু সুরক্ষা নীতি প্রণয়নে প্রতিরোধের ভূমিকা

শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হবার ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রয়োজন একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কেননা আমরা প্রত্যেকেই জানি 'prevention is better than cure'।

প্রতিরোধ ব্যবস্থার অঙ্গগুলি হল —

১) শিশুদের সাথে আলোচনা করা।

২) অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা ঃ- শিক্ষক মহাশয়রা এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে কি কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা অবহিত করবেন। এখানে সচেতনতার বিষয়টিও যুক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে বাড়িতেও তাঁরা একই রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারেন এবং শিশুর নিপীড়ন সম্পর্কে সচেতন হবেন।

৩) শিক্ষকদের অভিমুখীকরণ ঃ- একমাত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরেই নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরাও বিভিন্ন প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে পারেন বা উপদেশ/পরামর্শ দিতে পারেন। অভিমুখীকরণের ফলে প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হবেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে অভিভাবক ও ছাত্রদেরও অবহিত করতে পারবেন।

৪) বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, অভিভাবক এবং পরিচালন সমিতির সদস্যদের নিয়ে ফোরাম গঠন করা। প্রয়োজনে যে কোনো উৎসাহী শিক্ষাকই এই ফোরামে যোগদান করতে পারেন। এই ফোরামে শিক্ষার্থীদের থাকা বাঞ্ছনীয়। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এঁরা নীতিগুলির পরিমার্জন অথবা সংযোজনের জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতে পারেন (Advisory in nature)।

এঁদের পরামর্শমত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোনো ঘটনা ঘটলে এঁদের গোচর করা যাবে।

৪) শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা এ নিয়ে কাজ করছেন তাদের থেকে শোনা এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মত বিনিময় করলে শিক্ষকরাও সমৃদ্ধ হতে পারবেন। এতে দৃষ্টিভঙ্গীর সচ্ছতা (clarity) আসে এবং সুরক্ষা বিঘ্নিত হবার ঘটনার পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তা রুখে দেওয়া যায়। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সাম্প্রতিক আইন বা তার প্রেক্ষিত সম্পর্কে অবহিত হলে চিন্তনের পরিসর বাড়ে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে একেবারে স্থানীয় ভিত্তিতে এর ব্যবস্থা করতে পারেন।

৫) নজরদারি ঃ- বিদ্যালয় চলাকালীন বিদ্যালয়ের চত্বরে নজরদারি থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই নিপীড়নের ঘটনা রুখে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী উভয়েই পালা করে অংশ নিতে পারেন। তবে খুব সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে কাজটি করতে হবে যাতে তারা বুঝতে না পারে যে নজরদারি চালু আছে। এই নজরদারির উদ্দেশ্য হল শিশুর অধিকার সুরক্ষিত করা — তার নীতি পুলিশ (moral police) হওয়ার জন্য নয়।

৬) সহযোগের মাধ্যমে প্রতিরোধ (Peer group support) ঃ- অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে একা পেয়ে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে তার সহযোগীরা যদি তার সাথে থাকে অর্থাৎ কখনই একা কাউকে না রেখে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করলে অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনা কমে। এই সচেতনতার জন্য শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে।

৭) পরিকাঠামো উন্নয়ন ঃ-
- বিদ্যালয়ের কোনো ভবনের মেরামতি প্রয়োজন কিনা।
- ইলেকট্রিসিটির তার ঠিকমত আছে কিনা।
- পানীয় জলে কোনো দূষণ হচ্ছে কিনা।
- বাথরুম বা বিদ্যালয় চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার হয় কিনা।

এইরকম আরও বিষয়গুলিকে তদারকির ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সুরক্ষিত রাখবেন। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

৮) সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঃ- কোনো অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে — অনেক সময়েই দেখা যায় কোনো শিশুর মধ্যে এর ধারণা থাকে না বা অনেক ক্ষেত্রে শিশু বুঝতে পারে কিন্তু বলতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে বলার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে গল্প, নাটক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বা ক্যুইজ আয়োজন করা যেতে পারে। দেওয়াল পত্রিকাও তাদের প্রকাশের একটা ধরণ। তারা আতঙ্কে মূক ও বধীর হয়ে না থেকে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে বলতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান করা যাবে। বিভিন্ন ঘটনা দেখে শিশুটির নিজের ব্যাখ্যা এবং সহপাঠীর ব্যাখ্যা শুনে এবং বুঝে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে তারা বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে বলতে পারে।

3.3 প্রতিবেদন (Reporting)

শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দুটি স্তর বিশিষ্ট

ক) তাৎক্ষণিক বা প্রাথমিক এবং

খ) লিখিত, বর্ণনামূলক ও স্থায়ী

3.3.1 তাৎক্ষণিক বা প্রাথমিক প্রতিবেদন ঃ

নির্যাতনের শিকার শিশুকে প্রাথমিকভাবে শ্রেণী শিক্ষক বা অন্য যেকোন শিক্ষিকা / শিক্ষককে ঘটনাটি জানাতে হবে। শিশুকে এ ব্যাপরে সচেতন করে তুলতে হবে। অর্থাৎ ছাত্রী ও ছাত্ররা যেন অবহিত থাকে যে এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখী হলে কার কাছে জানাতে হবে। এটা মৌখিক বা লিখিত উভয়ই হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শী কেউ থাকলে তাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানাতে হবে। এটা করা বাধ্যতামূলক। ঘটনাটির সাথে যদি শুধু ছাত্রী/ছাত্ররা যুক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবে।

3.3.2 লিখিত, বর্ণনামূলক ও স্থায়ী প্রতিবেদন ঃ

এই ধরণের প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে কতগুলি অপরিহার্য শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন —

১. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি প্রতিবেদক দল (৩/৫ জনকে নিয়ে) গঠন করতে হবে।

২. প্রতিবেদক/দের শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯, শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

৩. প্রতিবেদক দলটি মিশ্র (নারী ও পুরুষ) সদস্যের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রতিবেদক প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন তা হল শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ।

৫. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদক নির্বাচনের পূর্বে তাঁর মনোভাব, অভিজ্ঞতা, নির্যাতনকারী ও নির্যাতনের শিকার-এর ইত্যাদির দিকে নজর দিতে হবে।

৬. প্রতিবেদক/দের হতে হবে নিরপেক্ষ। তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা দ্বারা পরিচালিত হবে না।

৭. প্রতিবেদনটি হতে হবে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ ও যৌক্তিক।

৮. প্রতিবেদনটিতে সকল ধরণের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. প্রতিবেদনে শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহারের এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে অকারণ জটিলতার মুখোমুখী হতে পারে।

১০. প্রতিবেদকদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

3.3.3 প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি ঃ

প্রতিবেদন রচনা হল একটি প্রক্রিয়া। সংকটাপন্ন বা নির্যাতিত শিশু কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংকটাপন্ন হচ্ছে তা দেখা দরকার। এ প্রসঙ্গে সংকটের সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদন রচনার পূর্বে প্রতিবেদক/দের যথেষ্ট সংখ্যক সাক্ষাৎকার বা অন্য কোনোভাবে তথ্য

সংগ্রহ করতে হবে। সাক্ষাৎকার নিতে হবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদেরও। তথ্যগুলির রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবহার করা দরকার কারণ তথ্যগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে এলোমেলো বক্তব্য ও পরিসংখ্যান-এর মধ্য থেকে বৈধ ও সুসংগঠিত তথ্য গঠন করা সম্ভব। প্রতিবেদক দলটির সংগৃহীত সকল তথ্যের লিখিতরূপ থাকতে হবে। প্রতিবেদনের একাধিক নকল থাকতে হবে।

3.3.4 প্রতিবেদন পেশ ও প্রেরণ ঃ

প্রতিবেদন রচনা সম্পূর্ণ হলে তা প্রাথমিকভাবে সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকও ও পরিচালন সমিতির কাছে পাঠানো হবে। প্রতিবেদনটি কঠোরভাবে গোপনীয় রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা সমন্বয়কারী হিসেবে যদি কেউ থাকেন তাহলে তাঁর কাজ হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্যাতনের কারণ, সংযুক্ত শিশু ও ব্যক্তি কারা তাদের চিহ্নিত করে কর্তৃত্বকে জানানো। প্রতিবেদনটির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পুস্তিকাতে শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে মাতা-পিতা ও অভিভাবককে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

3.4 প্রত্যুত্তর (Responding) ঃ

শিশুর নিরাপত্তা বা সুরক্ষার অভাব সংক্রান্ত ঘটনার সাথে যুক্ত অভিযুক্ত ও নির্যাতিত অবস্থানগত কারণ ঘটনাটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মাত্রার ভেদ ঘটায়। ফলে পদক্ষেপগুলিরও চরিত্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এখানে নির্যাতিত ও অভিমুক্তের অবস্থানটির উপর আলোকপাত করা হল —

নির্যাতক	অভিযুক্ত
ছাত্র	ছাত্র
ছাত্রী	ছাত্রী
ছাত্রী	ছাত্র
ছাত্র	ছাত্রী
ছাত্র	শিক্ষক / শিক্ষিকা / শিক্ষাকর্মী যে বা যারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
ছাত্রী	শিক্ষক / শিক্ষিকা / শিক্ষাকর্মী যে বা যারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
ছাত্র	বহিরাগত
ছাত্রী	বহিরাগত
ছাত্রী / ছাত্র	পুলিশ / প্রশাসন

উপরের সম্ভাব্য তালিকার দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে নিরাপত্তাহীনতার কারণ ও সমাধানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মাত্রাগত ভেদ আছে। কোন কোন ঘটনার মাত্রা লঘু হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুতর। তাই প্রত্যুত্তর পর্বটিতে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার।

3.4.1 শিশুর নিরাপত্তার অভাব ঘটলে তা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক ও একই সাথে আন্তঃসম্পর্কিত স্তরের এখানে উল্লেখ করা হল —

3.4.1.1 প্রথম স্তর — শ্রেণিকক্ষ

শিশুর সুরক্ষার অভাব ঘটলে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত শিক্ষিকা/শিক্ষক বা শ্রেণি শিক্ষিকা/শিক্ষক বিষয়টির একটি যৌক্তিক সমাধান করতে পারেন।

3.4.1.2 দ্বিতীয় স্তর — বিদ্যালয়

নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাটি যদি অধিকতর জটিল হয় তবে তা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা/শিক্ষককে জানাতে হবে বা সমস্যাটির সমাধান যদি শ্রেণিকক্ষ স্তরে সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে পূর্বোক্ত কর্তৃত্বকে জানানো হবে।

3.4.1.3 তৃতীয় স্তর — আইন ও অদালত

সমস্যাটি যদি গভীর এবং শিশুকে একটি বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC)-তে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে নজরে রাখতে হবে —

- ধারা ৩০৫ : শিশুর আত্মহত্যার চেষ্টা।
- ধারা ৩২৩ : ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা।
- ধারা ৩২৫ : ইচ্ছাকৃতভাবে জোরে আঘাত করা।
- ধারা ৩২৬ : বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে ইচ্ছাকৃত আঘাত করা।
- ধারা ৩৫২ : মারা অথবা অপরাধীদের ব্যবহার করা বা প্ররোচিত করা।
- ধারা ৩৫৪ : মহিলাদের আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করা।
- ধারা ৫০৬ : দুষ্কৃতী দিয়ে ভয় দেখানো।
- ধারা ৫০৯ : কোন কথা, আকার ইঙ্গিত যা মহিলাদের পক্ষে অপমানজনক।

3.4.2 শ্রেণি কক্ষে বা বিদ্যালয়ের গন্ডীর মধ্যে ছোটোখাটো ঘটনার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

- যতটা সম্ভব শান্ত থাকতে হবে।
- ধৈর্য্যের সাথে নির্যাতিত ও অভিযুক্তের কথা শুনতে হবে।
- কোন ছাত্রী/ছাত্র সম্পর্কে পূর্বধারণা দ্বারা পরিচালিত হবেন না।
- প্রয়োজনে অন্য শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

- অন্য ছাত্রী/ছাত্রদের মতামত নেওয়া যেতে পারে।
- নির্যাতিতের তোলা অভিযোগ সম্পর্কে উদাসীন থাকা বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।
- উভয়পক্ষের ছাত্রী/ছাত্রকে বকা, কু-কথা বা দৈহিক নির্যাতন বা ভয় দেখানো চলবে না।
- প্রয়োজনে সাময়িককালের জন্য ছাত্রী/ছাত্রটিকে অন্য একটি ঘরে বোঝানো বা শান্ত করবার জন্য নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
- অভিভাবককে প্রয়োজনে ডাকা যেতে পারে।

শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ —

- তিনটি দলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে — শিক্ষার্থী/পরিবার, শিক্ষিকা বা শিক্ষক/বিদ্যালয় প্রশাসন এবং স্টুডেন্টস কাউন্সিল।
- সমগ্র বিষয়টির প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে শিশুর সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা করা।
- শিক্ষিকা/শিক্ষককে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে সমস্যার চরিত্র বিবেচনা করবেন।
- গোটা ঘটনাটিকে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কোন একটি অংশকে নয়।
- এই ধরণের ঘটনাকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটিকে যুক্ত করতে হবে।

3.4.3 বিদ্যালয় পরিচালনা / প্রশাসনের ভূমিকা —

যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যা অতি জটিল বা উচ্চমাত্রা যুক্ত বা পুর্বোক্ত IPC-র ধারাগুলির সাথে সরাসরি যুক্ত সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে :

- বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত সকলে ব্যক্তি এইসব নির্দেশাবলীর সাথে পরিচিত থাকবেন।
- ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করবেন।
- ঘটনাগুলির বিবরণ সংগ্রহ করতে বিলম্ব না করা। অন্যথায় বিভিন্ন চাপের মুখে অভিযোগের চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এবং এই বিবরণের লিখিত রূপ থাকা দরকার।
- শারীরিক শাস্তি, শিশুদের যৌন নিগ্রহ, মানসিক হয়রানি ও বৈষম্যর বিরুদ্ধে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা তা দেখা।
- বিদ্যালয়ে উপরোক্ত ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতিত শিশুটিকে রক্ষা করা এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তার মানসিক যত্ন নেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- কোন অভিযোগ পাওয়ার পর বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি অভিযোগ প্রতিকারকারী সেল গঠন করবে বা পূর্বে তার অস্তিত্ব থাকে সেই সেলের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করবে এবং সাত দিনের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রত্যেক রাজ্যের বিকেন্দ্রীভূত অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি সম্বন্ধে

জনগণকে অবগত করতে হবে এবং বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েত বুলেটিনে তা প্রকাশ করতে হবে। যদি ঘটনার সাতদিনের মধ্যে কোনো সমাধান না হয় তাহলে ব্লক শিক্ষা আধিকারিক এই ঘটনার পুনর্বিচারের জন্য নির্বাচিত হবেন।

- শিক্ষার আধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৩১-এর অন্তর্গত শিশুদের শিক্ষার অধিকার পরিদর্শনের দায়িত্ব NCPCR ও SCPCR-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোন শিশু বঞ্চিত হলে বিষয়টির পূনর্বিচারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হল SCPCR।

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কাঠামোগত পদক্ষেপ

↓

অভিযোগ

↓

শ্রেণি শিক্ষিকা/শিক্ষক

↓

প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা / বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ / পরিচালন সমিতি

↓

অভিযোগ প্রতিকার সেল

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শন (District Inspectorate)

একমাসের মধ্যে প্রতিবেদন রচনা ও পদক্ষেপ নেবেন

↓

জেলা শাসক / বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক / SCPCR / REPA

দ্রষ্টব্য ঃ ঘটনাটি আইন-আদালতের আঙিনায় চলে গেলে তা যেহেতু অন্য ব্যাঞ্জনা লাভ করে, তাই এখানে সেটি অনুক্ত থাকলো।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়ে প্রতিরোধী এবং সংবেদনশীল পরিবেশ

Chapter - 4 : Environment in School for Preventive and Responsive Action.

4.1 শ্রেণিকক্ষ ঃ

বিদ্যালয় পরিবেশের অন্যতম অঙ্গ হল শ্রেণিকক্ষ। শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিশু সুরক্ষিত বোধ করলে তার শিখনের পরিপূর্ণতা আসে এবং বিদ্যালয় একটি যথার্থ শিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে শিশু সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কথা ভাবা যেতে পারে —

- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সহজ মেলামেশা, যাতে কোনো সমস্যা হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে গিয়ে তার অসুবিধার কথা নিঃসংকোচে বলতে পারে।
- বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার উদাহরণ টেনে তার সহজ বিশ্লেষণ এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানে সহপাঠীর মাধ্যমে অথবা টেলিফোন নম্বর জানা থাকলে তার মাধ্যমেও হতে পারে। এতে অভিভাবকও আশ্বস্ত হন যে বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত খুটিনাটি দিকে শিক্ষকরা নজর রাখেন।
- শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থী অস্বাভাবিক আচরণ করলে তার সাথে সরাসরি কথা বলা এবং পারিপার্শ্বিক খবরাখবর নেওয়া।
- শিক্ষার্থীকে সজাগ করে তোলা যাতে কারও সাথে কোনো অন্যায় হলে তারা নির্ভয়ে তা বলে।
- শ্রেণিকক্ষের কাঠামোগত সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আলো, হাওয়া থাকা প্রয়োজন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন যাতে না হয় তার দিকে নজর রাখা।

4.2 নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্র দুটি — (i) নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (ii) পরিকাঠামো উন্নয়ন বিবেচনা করা উচিত।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাবেন প্রতি বছর, যাতে শিশুর কোনো ক্ষতি না হয়।

নিরাপত্তার জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা (পূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে)।

4.3 নিপীড়ন ঃ

বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশ ভীতিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থী যদি ভয়হীন পরিবেশে শিখতে পারে তবে সেই শিখনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে। বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং সহপাঠীদের দ্বারা নিপীড়িত হতে পারে। এই নিপীড়নের সুস্পষ্ট কয়েকটি দিক আছে। এটি পূর্বেও আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত আকারে ঘটনার বর্ণনা বা বিশেষ পদ্ধতিতে তার মোকাবিলা করে বিদ্যালয়ে ভয়মুক্ত শিখণ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক নিপীড়নের বিভিন্ন পর্যায় / দিক —

১) শারীরিক নিগ্রহ/নিপীড়ন — শিক্ষার্থীকে যে কোনোরকম শারীরিক আঘাতের ঘটনাই শারীরিক নিপীড়ন হিসাবে বিবেচিত হবে।

২) যৌন নিপীড়ন — কোনো শিশুকে যৌন সংসর্গে লিপ্ত করা। অনেক সময় তার অজ্ঞানতঃ ঘটনা ঘটে যায়।

৩) প্রাক্ষোভিক নিপীড়ন — শিশুকে ভয় দেখানো বা তাকে হীন দেখানো বা তাকে বকা, মিথ্যাবাদী বলা এগুলিকে বলা যেতে পারে প্রাক্ষোভিক নিপীড়ন।

৪) অবহেলা — যখন কোনো শিশু কিছু বলতে চায় তখন তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া বা তার কথার যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়াও এর আওতায় থাকবে। শারীরিক পুষ্টির যোগান দিতে না পারাও একধরনের অবহেলা। অনেক সময়েই বাড়িতেও শিশু অবহেলার প্রকাশ ঘটে।

এছাড়াও যে কোনো রকমের শিশু নিপীড়নের বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

4.4 সংবেদনশীল বিষয়গুলি সমালোচনা ঃ

কোনো শিশুর ওপর নির্যাতন বা নিপীড়ন হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রথমেই কোনো সিদ্ধানত উপনীত হওয়া উচিত নয়। ঘটনাটি সম্পর্কে নিজে অবগত হবার পর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোছর করা উচিত।প্রয়োজনে ঘটনার প্রবাহ অনুযায়ী তদন্ত করা উচিত স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো।

যে কোনো রকম নিপীড়নের ঘটনাই মনোযোগ সহকারে শোনা এবং বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিশুটি যে কোনো শিক্ষক / শিক্ষিকাকে বিশ্বাস করে তার কথাগুলি বলছে এই বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়া উচিত। যখন কোনো ঘটনা শিশুটি বর্ণনা করছে তখন তাকে কোনো প্রশ্ন করা ঠিক নয় এবং আবার বলতে বাধ্য করা উচিত নয়। সে যেটা বলছে সেটাই পরবর্তী ধাপে উল্লেখের জন্য যথেষ্ট। যথা সম্ভব শিশুর নিজস্ব ভাষাই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

কোনো ঘটনা শোনার সময় নিজের আবেগগুলি যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

নিপীড়ক সম্পর্কে নিজেরে মনোভাব কখনও ব্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

যদি কোনো শিশু তার ওপর নিপীড়ন বা নির্যাতনের ঘটনা অন্য কাউকে বলতে বারন করে তবে তাকে

বলে নেওয়া ভালো যে সেটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে যাতে ভবিষ্যতে তার কোনও ক্ষতি না হয় এবং এই অন্যায়ের প্রতিকার হয়। সমস্ত বিষয়টি গোপন রাখা হবে এই মর্মে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয়।

সমস্ত ঘটনা জানার পর প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রতিবেদনটি পেশ করা হবে।

শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনমত শিশুটির বাড়ির লোকের সাথে কথা বলতে পারেন।

4.5 গোপনীয়তা রক্ষা ঃ

শিশু সুরক্ষার বিষয়ে বিদ্যালয়স্তরে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রত্যেকেই এই বিষয়ে গোপনীয়তা কিভাবে রক্ষা করা যায় তা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে। গোপনীয়তার উদ্দেশ্যই হল শিশুটির স্বার্থ রক্ষা করা এবং এটি কেবলমাত্র তার হিতার্থেই হবে। অনেক সময় কোন নিপীড়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থী যদি শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জানায় তখন সে বিষয়টি গোপন করার কথা বলতে পারে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো গোপনীয়তার বিষয়টি কিন্তু এখানে প্রযোজ্য নয়। শিক্ষার্থী সাথে কথা বলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে বিষয়টি তাঁরা গোপন রাখবেন, কিন্তু তাঁর যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয় বা তার কোন সহপাঠীর যাতে ভবিষ্যতে এরকমের কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য তাঁকে বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধানকে জানাতেই হবে। গোপনায়তা রক্ষার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো কেননা যখন কোনোভাবে শিশুটি জানতে পারবে যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিষয়টি জানেন তখন সে সেই শিক্ষককে ভবিষ্যতে আর বিশ্বাস নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে যা অনভ্রিপ্রেত। যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী কোনো শিক্ষার্থীর নিপীড়ন সম্পর্কে গোপন তথ্য জানতে চান তবে তিনি তা কেন জানতে চাইছেন জেনেই তাকে বলা উচিত। ঘটনার মতো জড়িত কোনো তথ্য যদি তিনি দিতে চান বা ঘটনার তদন্তে তিনি যদি সাহায্য করেন তবেই তাঁকে গোপন তথ্য জানানো যেতে পারে। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর স্বার্থেই বিষয়টি গোপনীয় রাখার কথা বলে দিতে হবে।

এই ক্ষেত্রে এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন তথ্যাদির Confidentiality কে গোপনীয়তা বা Secret ভেবে না বসেন। শিশুর দৈহিক, যৌন বা মানসিক নিপীড়নের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছন অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তিকে আটকাতে পারে।

4.6 সঠিক পরামর্শ দান ঃ

শিশু শিক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিবর্গের এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে যে শিশু নিপীড়নের শিকার বা হিংসার শিক্ষার তার পক্ষে নিজেকে অপদার্থ মনে করা বা হীনমন্যতায় ভোগা অথবা পৃথিবীটা বাসযোগ্য মনে না করাই স্বাভাবিক। শিশুর এই অবস্থাকে বুঝতে পারা এবং তাকে মানসিকভাবে অবলম্বন দেওয়া একান্তভাবে জরুরি।

যে সব শিশু বিপদে পড়েছে তাদের কাছে হয়ত বিদ্যালয় একটা ভরসার জায়গা। কিন্তু তা সত্বেও অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থীর ব্যবহার যথোপযুক্ত হয় না। অনেক সময় তারা খুবই রেগে যায় এবং অবাধ্য আচরণ করে। আবার অনেক সময় নিজেকে একদমই গুটিয়ে নেয়। এই পরিস্থিতিতে শিশুর সাথে কথা বলা এবং তাকে বোঝা একান্ত জরুরি।

শিশুর পড়াশুনা যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এবং আনন্দ সহকারে তারা যাতে শিখতে পারে সেদিকে নজর রাখা উচিত।

বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই যেন নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে। এরজন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা একান্ত জরুরি এবং মূল্যবোধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন - তবে তা যেন যান্ত্রিকতার পর্যায়ে না পৌঁছোয় সেদিকেও নজর রাখা দরকার।

শিশুর কোনো ব্যবহার বা আচরণ অনভিপ্রেত হতে পারে কিন্তু সেই ব্যবহার বা আচরণগুলির নিন্দা করা উচিত, শিশুর নয়। এ বিষয়ে শিক্ষক তার সাথে আলোচনা করবেন।

পরামর্শদানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ মাঝে মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন। দরকার অভিভাবকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার। এরজন্য বছরে নির্দিষ্ট কয়েকটি সভায় বিষয়টি সীমিত না রেখে সময় সুযোগ মত শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্যের আদানপ্রদান করা উচিত।

সময়মত সকল শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীবৃন্দের শিশুর সুরক্ষার বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিপীড়িত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে কেন না তারা সঠিকভাবে তাদের ভাব প্রকাশ নাও করতে পারে। এদের ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় শিশুর বাড়ির পরিবেশ সুস্থ থাকে না, বাড়িতেও সে নিপীড়নের শিকার হতে পারে বা কোনো হিংসাত্মক ঘটনা তার মনে নাড়া দিতে পারে। তার বহিঃপ্রকাশ শিক্ষাঙ্গনে হলে তার সাথে এবং প্রয়োজনে তার অভিভাবকের সাথে কথা বলে বিষয়টির সমাধানের জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরামর্শদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

4.7 কাকে জানাবেন ঃ

কোনো নিপীড়নের ঘটনা যদি দৃষ্টিগোচর হয় তবে প্রথমেই তা সঠিক উপায়ে যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করা উচিত অথবা বিদ্যালয় প্রধানকে জানানো উচিত। ঘটনার গভীরতার কথা উপলব্ধি করে তবেই লিখিত আকারে প্রতিবেদন পেশ করতে পারেন। প্রধান শিক্ষক SI এর সাথে পরামর্শ করতে পারেন অথবা লিখিত আকারে তাঁকে ঘটনার কথা জানাতে পারেন। ঘটনার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে নিপীড়িতের পরিবার যদি আইনি সহায়াতার কথা বিবেচনা করে তবে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। SI থেকে ঘটনার কথা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে DI এর কাছে যাবে। সেখান থেকে SCPCR পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ জানানো যাবে। সরাসরি SCPCR -এরও অভিযোগ জানানো যাবে। যে কোনো মর্মস্পর্শী ঘটনার ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে তাকে সব সময়ের জন্য সহায়তা করা উচিত এবং অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত সে যেন আবার অবহেলার শিকার না হয়।

প্রতিটি অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং সেই তদন্তের প্রতিবেদন গোপন রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনে সেই তদন্তের প্রতিবেদনের প্রতিলিপি শিক্ষার্থীর ফাইলে রাখা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের শিশুর ওপর কোনো নির্যাতন বা নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে সে শ্রেণি শিক্ষক অথবা যে কোনো শিক্ষকের কাছেই তা জানাতে পারে।

4.8 শিক্ষকের নিরাপত্তা ঃ

শিশু সুরক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই শিক্ষকের কাছেও তা খুবই কঠিন বিষয়। শিশু সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত শিক্ষকগণের তাই সময়োপযোগী সহায়তার প্রয়োজন। এরজন্য তিনি guidance এবং counselling এ অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন।

যে কোনো ঘটনা যদি কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেন তবে তিনি তা মনোযোগ সহকারে শুনে এবং প্রয়োজনে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন আকারে পেশ করবেন।

নিপীড়ন বা নির্যাতনের কোনো ঘটনার প্রতিবেদন যত শীঘ্র সম্ভব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই নিপীড়নের কোনো ঘটনাকে চেপে দেওয়া উচিত নয়। সেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষ যিনি এই ঘটনার সাক্ষী তিনিও অভিযুক্ত হবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলেও সেই তথ্য গোপন করা উচিত নয় বা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অনেক সময় বিদ্যালয়ের কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে নিপীড়নের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের হতে পারে। মূলত তদন্তের পর নির্দোষ প্রমাণিত হলে সেই তদন্তের রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া উচিত এবং যদি কোনো একজন বিশেষ শিক্ষার্থী কেবলই অভিযোগ জানাতে থাকে অনেকের বিরুদ্ধে তবে সেই অভিযোগের তদন্ত করে যদি দেখা যায় সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন তবে শিক্ষার্থীর ফাইলে সেই তথ্য রাখা উচিত। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এই সিদ্ধান্তের কোনো অপপ্রয়োগ না হয়।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিসমূহ
Chapter - 5 : Relevant Policies and Laws

ভূমিকা

পৃথিবীর শিশু-জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু, প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ১৯ জন শিশুই বসবাস করেন ভারতবর্ষে। ভারতের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪৪০ কোটি মানুষের বয়স ১৮ বছরের নীচে। আমাদের শক্তি নিহিত আছে সুস্বাস্থ্য যুক্ত, নিরাপদ, শিক্ষিত এবং বিকশিত শিশু জনসংখ্যার মধ্যে। যাঁরা হয়ে উঠবেন ভবিষ্যতের উৎপাদনশীল সুনাগরিক। আমাদের দেশের প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৪০ জন অর্থাৎ প্রায় ১৭০ কোটি শিশু বিপন্ন বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন বলে অনুমান করা হয়। শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়গুলির প্রতি অবহেলা এরকম একটা পুরিস্থিতি তৈরী করে যা সামগ্রিকভাবে শিশুদের অধিকারগুলিকে উল্লঙ্ঘন করে। এর ফলে শিশুরা আরও বেশী অবহেলা, নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়ে পরেন।

ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃতি দেয় শিশু অধিকারকে ও শিশুর বিপন্নতাকে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা-১৫ ও ধারা ১৫(৩) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ আইন ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিশেষ মনোনিবেষকে সুনিশ্চিত করে যা শিশু অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করে।

সংবিধানের ধারা-১৪ থেকে ধারা-১৭, ধারা-২১, ধারা-২৩ এবং ধারা-২৪ এ সাম্যের অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার, শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান দেশের সকল শিশুর মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্রকে শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে।

5.1 প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক সংস্থান

- ভারতীয় সংবিধানের ধারা-২১ সম্মানের পথে বাঁচার অধিকারকে সুরক্ষিত করে এবং ধারা-২১(ক) অনুযায়ী, ‘রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান এর ব্যবস্থা করবে, এমন ভাবে, যেমন রাষ্ট্র মনে করবে, আইন অনুযায়ী, তেমন ভাবে নির্ধারণ করবে।’ (Article21A- ‘the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by law, determine.’)। এই মৌলিক অধিকারের বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে শিশুর বিনা ব্যয়ে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে। শারীরিক শাস্তিকে শিশুদের ওপর নির্যাতন বলে গণ্য করা হয় এবং তা শিশুর স্বাধীনতা ও সম্মানের উপর আঘাত হানে। এটা শিশুর শিক্ষার অধিকারকেও বিঘ্নিত করে কারণ প্রায়ই দেখা যায় শারীরিক শাস্তির ভয়ে শিশু স্কুলে আসছে না বা একেবারেই স্কুল-ছুট হয়ে পড়ছে। এভাবেই শারীরিক শাস্তি শিশুর সম্মানের সাথে জীবন ধারণের অধিকারকে উল্লঙ্ঘিত করে।

- সংবিধানের ধারা-৩৯(ঙ) রাষ্ট্রকে ‘.....শিশুর সুকোমল বয়সে নির্যাতন না হওয়া’ [Article-39(e) “..... the tender age of children are not abused”] কে সুনিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে কাজ করার নির্দেশ দেয়।

- সংবিধানের ধারা-৩৯(চ) রাষ্ট্রকে প্রগিতিশীল হয়ে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করে যাতে 'শিশুদের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় যাতে তারা স্বাস্থ্যকরভাবে এবং যথাযথ স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথে বেড়ে উঠতে পারে এবং যাতে শৈশব ও যুবাবস্থা শোষণের থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং নৈতিক ও বস্তুগতভাবে পরিত্যাগের থেকে সুরক্ষিত থাকে'। ("children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against moral and material abandonment.")

  রাষ্ট্রের নীতির নির্দেশমূলক আদর্শ (The Directive Principles of State Policy) রাষ্ট্রকে শিশুর স্পর্শকাতর বয়সকে নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা দিতে বিশেষভাবে পরিচালিত করে এবং সুনিশ্চিত করে যাতে শিশুদের স্বাস্থ্যকরভাবে এবং যথাযথ স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথে বেড়ে ওঠার জন্য সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। শৈশবকে শোষণ এবং নৈতিক ও বস্তুগতভাবে পরিত্যাগ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র দায়বদ্ধ।

  দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন ফর ফ্রী এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯ ছাড়াও ভারতবর্ষে বিভিন্ন নীতি (পলিসি), নির্দেশিকা (গাইডলাইন) এবং শিশু-নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন যেমন ন্যাশনাল পলিসি ফর চিল্ড্রেন, ২০১৩, দ্য ন্যাশনাল কমিশন ফর জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রোটেক্শন) অ্যাক্ট, ২০০০ এবং দ্য প্রোটেকশন্ অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট, ২০১২ এর মত আইনগুলিও স্কুলের মধ্যে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করে।

5.2 শিশু নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন

5.2.1 দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন ফর ফ্রী এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯

২০১০ সালের এপ্রিলের ১ তারিখ থেকে দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন ফর ফ্রী এন্ড কমপালশরি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯ (অতঃপর শিক্ষার অধিকার আইন বলে উল্লিখিত হয়েছে) লাগু হয়েছে। এই আইনের ১৭(১) ধারা স্কুলের মধ্যে শারীরিক শাস্তি (ফিজিক্যাল পানিশমেন্ট) এবং মানসিক নির্যাতন (মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট) কে প্রতিরোধ করে এবং ১৭(২) ধারা অনুযায়ী এই ধরণের শাস্তি প্রদান বা নির্যাতন করাকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আইনে যেমন বলা আছে -

- ধারা-১৭ শিশুর প্রতি শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ - (১) কোন শিশুকেই শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। (২) যিনি ধারা-১৭ এর উপধারা-১ কে লঙ্ঘন করবেন, সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সার্ভিস রুল অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক নেওয়া হবে। [(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment. (2) Whoever contravenes the provisions of subsection (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person)

- শিক্ষার অধিকার আইনের এর ধারা-৮ ও ৯ উপযুক্ত প্রশাসক/সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব প্রদান করে 'সমাজের দুর্বল শ্রেণী এবং পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর শিশুরা যাতে বৈষম্যের শিকার না হন এবং শিক্ষা গ্রহণ করা ও তা সম্পূর্ণ করার বিরুদ্ধে থাকা বাধাগুলির নিবারণ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করা। (ensure that the child belonging to weaker section and the child belonging to disadvantage group are not discriminated against and prevented from pursuing and completing elemenary education on any grounds")

  শিক্ষার অধিকার আইন কোনোভাবেই শিশুর অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত অন্য কোনো আইন প্রয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে শিক্ষার অধিকার আইনের সাথে শিশুর উপর সংঘটিত অপরাধটিকে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড এবং দ্য শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড ট্রাইব (প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ এর সাথেও যুক্ত করা যায়।

5.2.2 দ্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রটেক্শন অফ চিল্ড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যা, যে কোনো কাজ, যা কোনো শিশুর মানসিক বা শারীরিক কষ্টের কারণ, সেই কাজটিকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে।

- এই আইনের দ্বারা-২৩ অনুযায়ী 'কোনো শিশু বা কোনো কিশোর যাঁর প্রকৃত দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে এমন কেউ যদি তাকে এমনভাবে মারধর করেন, পরিত্যাগ করেন, বা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করেন অথবা প্রহৃত, পরিত্যক্ত, পরিত্যাগ করা বা অবহেলিত হওয়ার কারণে কিশোর বা শিশুটি যদি অনাবশ্যক মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহলে তাঁর ছ'মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয়প্রকার শাস্তিই হতে পারে। ("Whoever, having the actual charge of, or control over, a juvenile or the child, assaults, abandons, exposes of willfully neglects the juvenile or causes or procures him to be assaulted, abandoned, exposed or neglected in a manner likely to cause such juvenile or the child unnecessary mental or physical suffering shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or fine, or with both.")

- ধারা-২৩ যে কোনো মানুষ, যাঁর 'প্রকৃত দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে' কোনো শিশু আছেন, এর জন্যই প্রযোজ্য হলেও সাধারণতঃ এই আইনের আওতায় থাকা শিশু আবাসের কর্মীদের জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধারাটি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই যিনি কোনো শিশুর দায়িত্বের স্থানে আছেন যেমন বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক বা কোনো শিশু প্রতিষ্ঠানের কর্মীর নিষ্ঠুর আচরণের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে।

5.2.3 দ্য শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড ট্রাইব (প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস) অ্যাক্ট, ১৯৮৯

শিক্ষার অধিকার আইনের সাথে দ্য শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড ট্রাইব (প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ আইনের কিছু কিছু ধারা কে প্রয়োগ করা যতে পারে যদি তপশীলি জাতি বা উপজাতির কোনো শিশু স্কুলে সবর্ণ জাতির দ্বারা নিগৃহীত হন।

5.2.4 দ্য প্রোটেকশন্ অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ২০১২

রাষ্ট্র যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এই বিশেষ আইনটি (স্পেশাল অ্যাক্ট) প্রণয়ন করে ২০১২ সালে এবং আইনটি লাগু হয় ২০১২ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে।

যৌন নির্যাতন (সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট), যৌন হয়রানি (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট) এবং পর্নোগ্রাফী থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এটি একটি সর্বাঙ্গীন আইন। এই আইনে বিচার ব্যবস্থার সমস্ত স্তরে শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে রিপোর্ট করা, সাক্ষ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করা এবং বিশেষ আদালত গঠনের মধ্য দিয়ে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শিশুর স্বার্থকে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

এই আইনটিতে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সের মানুষদের কথা বলা হয়েছে এবং প্রবেশমূলক (পেনিট্রেটিভ) ও অ-প্রবেশমূলক (নন-পেনিট্রেটিভ) যৌন নির্যাতন সহ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফীর উদ্দ্যেশে শিশুর ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের যৌন নির্যাতনের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের বিষয়টিকে ‘তীব্রতর’ (aggravated) বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেমন নির্যাতিত শিশুটি মানসিক ভাবে অসুস্থ হলে বা যখন নির্যাতনকারী মানুষটি বিশ্বাস বা কর্তৃত্বের স্থানে ছিলেন যেমন শিশুটির পরিবারের কোনো সদস্য, পুলিশ, শিক্ষক বা ডাক্তার। এই আইনে সেইসব ক্ষেত্রে কঠোরতর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তি নির্ধারিত হবে অপরাধের তীব্রতা এবং নির্যাতিত শিশুটির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সর্বাধিক শাস্তি হতে পারে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং জরিমানা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ (দ্য বেস্ট ইনটারেস্ট ওফ চিল্ড্রেন) ও শিশু অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রণয়ন করেছেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি শিক্ষার অধিকার আইনের ধারা-৩৫(উপধারা-২) এর রূপায়ণের নিরিখে স্কুলে শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য একটি নির্দেশিকা জারী করেন ২০১১ সালে।

একই রকমভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৩ সালে একটি নির্দেশিকা জারি করেন প্রতিটি জেলার জন্য রিড্রেসাল অথরিটি হিসাবে ইন্সপেক্টর অফ স্কুল (প্রাইমারী এডুকেশন) নিয়োগ করেন যাঁরা শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে আইন উল্লঙ্ঘনের অভিযোগের নিরসন করবেন। এই নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে যে যদি কেউ রিড্রেসাল অথরিটির রায়টি সন্তোষজনক না মনে করেন তবে তিনি চেয়ারপার্সন, স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (এস.সি.পি.সি.আর) এর কাছে পুনরায় আবেদন (আপিল করতে পারেন)।

5.3 শিশু নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি

5.3.1 ন্যাশনাল পলিসি অফ চিল্ড্রেন, ২০১৩

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুদের জীবনে ঘটমান এবং নতুন করে সামনে আসা বিভিন্ন বাধাকে প্রতিহত করতে ও শিশু অধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে ভারত সরকার ২০১৩ সালে ন্যাশনাল পলিসি অফ চিল্ড্রেন তৈরী করে। এই পলিসিতে অস্তিত্ব রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিকাশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ এর মত অগ্রাহ্য করা যায়না এমন বিষয়গুলিকে সকল শিশুর অধিকার হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই ন্যাশনাল পলিসি অফ চিল্ড্রেন, ২০১৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিটি শিশুর শেখার, জ্ঞান অর্জনের এবং শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (চিল্ড্রেন উইথ স্পেশাল নীড) শিশু সহ প্রতিটি শিশুর অধিকার সুরক্ষিত করা। প্রতিটি শিশুর সামর্থ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য পরিষেবাকে গ্রহণ করতে পারা, প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির ব্যবস্থা ও তার প্রচারের ব্যবস্থা করা, তথ্য জানানো, পরিকাঠামো তৈরী করা, পরিষেবা ও সহায়তা প্রদান এই নীতির মূল বিষয়।

কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যা রাষ্ট্র নিজের কাছে অঙ্গীকৃত এবং যার প্রতি রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

শিশু শ্রমিক, স্থানান্তরিত হওয়া শিশু, পাচার হয়ে যাওয়া শিশু, স্থানান্তরিত হওয়া শ্রমিকের সন্তান, রাস্তায় থাকা শিশু, নেশার কবলে থাকা শিশু, নাগরিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে এমন অঞ্চলের শিশু, অনাথ, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশু, দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত শিশু, শিশু বিবাহের বলি এমন শিশু, জমাদার বা মাথায় করে মল বয়ে নিয়ে যান এমন ব্যক্তির সন্তান, যৌনকর্মীর সন্তান, কারাগারে বন্দী এমন ব্যক্তির সন্তান যারা স্কুল-ছুট হয়ে পরেছেন তাদের চিহ্নিত করা, উদ্ধার করা, পুনর্বাসিত করা এবং তাদের শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা।

- স্কুলের পরিবেশে সমস্তরকম বৈষম্যকে নিরসন করা এবং জন্মস্থান, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, প্রতিবন্ধকতা, ভাষা, অঞ্চল, স্বাস্থ্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো অবস্থান নির্বিশেষে সমান সুবিধা, ব্যবহার ও সমান অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।

- প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা, নীতি প্রণয়ন ও রূপায়নের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে পিছিয়ে পরা গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।

- শিশুদের শারীরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং নিরাপদ ও সুরক্ষিত শেখার পরিবেশ প্রদান করা।

5.3.2 ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেক্শন অফ চাইল্ড রাইটস (এন.সি.পি.সি.আর) এবং স্টেট কমিশন ফর প্রোটেক্শন অফ চাইল্ড রাইটস (এস.সি.পি.সি.আর)

শিক্ষার অধিকার আইনের ধারা-৩১ অনুসারে শিশুর শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি মনিটর বা নজরদারি করার জন্য বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেক্শন অফ চাইল্ড রাইটস (এন.সি.পি.সি.আর) এবং স্টেট কমিশন ফর প্রোটেক্শন অফ চাইল্ড রাইটস (এস.সি.পি.সি.আর) কে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেক্শন অফ চাইল্ড রাইটস স্কুলে শারীরিক শাস্তি কে দূরীভূত করার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরী করেছেন এবং শিশুর ইতিবাচক বিকাশের জন্য স্কুলে এমন পরিস্থিতি তৈরী করার কথা বলা হয়েছে যেখানে বিভিন্নভাবে পিছিয়ে পরা শিশুদের অতিরিক্ত সাহায্য করা যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকাটিতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কীভাবে স্কুলে শেখার পরিবেশ গড়ে তোলা যায় এবং জীবন কুশলতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর ইতিবাচক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা যায়।

এই নির্দেশিকাটি সুস্পষ্টভাবে গুরুত্ব প্রদান করে যে —

- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলি প্রতিটি স্কুলে শারীরিক শাস্তি প্রদানের ঘটনাগুলি দেখার জন্য ‘করপোরাল পানিশমেন্ট মনিটরিং সেল’ (সি.পি.এম.সি) গঠন করবে।

- এরকম একতা ব্যবস্থা প্রদান করবে যাতে শিশুরা ব্যক্তগতভাবে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন।

- স্কুল ও হস্টেল সহ প্রতিটি সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যতক্ষণ শিশুরা সেই প্রতিষ্ঠান চত্বরে থাকবেন, ততক্ষণ, তাদের শিশুদের অভিভাবক হিসাবে গণ্য হবেন। সুতরাং যেকোনো স্কুল/প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটি/প্রশাসনের উপর দায়িত্ব বর্তায়, শিশুদের শারীরিক শাস্তি সহ সমস্ত রকম হিংসা থেকে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ স্কুল টিচার সহ কোনো স্কুলের/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা কোনো কর্মী কোনো শিশুর উপর যদি কোনো রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়, সেই স্কুল/প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটি/প্রশাসন এবং তাঁদের নিজস্ব উচ্চ স্তরের শিক্ষা বিষয়ক পরিচালন/প্রশাসন দায়বদ্ধ থাকবে সেই ঘটনার জন্য।

শিশুর উপর ঘটা হিংসার ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার জন্য সেই স্কুল/প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটি/প্রশাসন স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবেন, দায়িত্ব নেবেন স্কুলে/প্রতিষ্ঠানে যা কিছু ঘটছে এবং শুধুমাত্র স্কুল/প্রতিষ্ঠানের তদন্তের উপর নির্ভর করবেন না। শিশু নির্যাতনের কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে যদি অভিভাবক অভিযোগ তুলেও নেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উচিত সেই অপরাধের বিচারের দায়িত্ব নেওয়া এবং শিশুটির কোনো ক্ষতি না করে, অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং পরিভাষা

Chapter-6 : Frequently Asked Questions and Glossary

6.1 Frequently Asked Questions (FAQ) On the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 in Context of Protection of Child Rights in Schools.

I. Definitions in the Act

Q 1. How was the definition (age) of the child decided?

As mentioned earlier, by confining the Act to Article 21 A. The government's decision to do so has obviously got Parliamentary approval with this Act. The original Article 45, and the Unnikrishnan verdict both include the age group 0-6. The Juvenile Justice Act defines a child up to age 18. The United Nation's Child Rights Convention (UNCRC), to which India is a signatory, also defines a child from 0 to 18. In principle, by referring to the JJ Act, the UNCRC and Article 21 (right to life) in the Aims and Objects of the RtE Act, the age could have been defined from 0-18. However, citing economic compulsions, the present Act has been confined to the age group 6-14 as contained in Article 21 A. A great deal of public pressure would need to be kept up in order to have the Act amended to incorporate the 0-18 as the age of the child.

Q 2. What about a child without parents or guardian?

Section 2(k) only defines the parents of a child, and section 10 also refers to parent's duty in ensuring education of their children. However since under Section 8 (explanation (i)), the 'compulsion' is on the state and not on parents, the appropriate government shall have to take the responsibility to ensure education of children without parents.

Q3, How is the 'school' defined?

At section 2(n), four categories are defined: (i) funded and managed by the government or local authority, (ii) private but aided by the government or local authority, (iii) schools defined under special category, like Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Sainik School, school under the Central Tibetan Schools Association and similar others, and (iv) private schools receiving no aid from the government or local authority.

II. Right to Free and Compulsory Education

Q4. Is the Act targeted only for weaker sections?

No, it is universal. Any child who is a citizen of India, rich or poor; boy or girl; born to parents of any caste, religion or ethnicity shall have this right. If a rich parent decides to send his/her child to a school owned by the government/local authority, that child would also have a right to all the free entitlements. Only those children who are sent by their parents to a school that charges fees (private aided/unaided) will surrender their right, as

per Section 8(a) of the Act, to free entitlements; they can not claim reimbursement from the government for their educational expenditure (except for the obligatory 25% quota for children of disadvantaged groups and weaker sections to unaided schools, described later).

III. Duties of Governments and Local Authority

Q 5. What kind of a school shall be provided to children and when?

The Act lays down minimum norms and standards for all schools, government and private, through a mandatory schedule. This includes number of teaching days per year, number of teaching hours per day, number of rooms, availability of teaching learning materials, library, toilets, safe drinking water, playground, kitchen for mid-day meals, Pupil Teacher Ratio, subject teachers in classes 6 to 8, part time art, work and physical instructors and so on. Governments and private managements have three years to upgrade their existing schools to these minimum norms, barring which they will not be allowed to operate. Governments have to provide such a neighbourhood school to all children within three years, i.e. by March 31, 2013. The prescribed norms are minimum, which implies that nothing stops state governments/managements to have higher norms than those listed in the schedule. In particular, if some schools already have higher norms, it does not imply that they reduce those norms to match the schedule.

Q 6. Whose responsibility is it to ensure children, particularly of the disadvantaged groups, are not discriminated against?

Legally, of the appropriate governments, local authorities and the schools; monitored by the SMCs, civil society groups and the NCPCR/SCPCRs. Model Rule 5, (3) and (4) explains this in clear terms:

(3) The State government/local authority shall ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse in the school.

(4) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the State Government and the Local Authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

Q7. When can a child be admitted to a school during the year?

At any time of the year when he/she attains six years of age, or is an older out of school child.

Q8. Is it true that no child can be expelled or failed?

No school, governmental or private, can detain (fail) or expel any child at the elementary

stage. The Delhi High Court has already given a verdict on this on the basis of the Act (April 7, 2010), against St. Xavier's School, Delhi, which had to take back all the children they had declared failed and expelled from the school.

Q9. What if a government school lacks the prescribed norms and standards?

If the problem is not rectified locally, the matter can go to NCPCR/SCPCR or the courts, as a serious violation of the law.

Q10. Are all schools required to have a School Management Committee?

All government, government aided and special category schools shall have to constitute SMCs as per Section 21 of the Act; since private schools are already mandated to have management committees on the basis of their trust/society registrations, they are not covered by Section 21. A proposed amendment (see Q82) makes the SMC an advisory rather than a statutory body for schools covered under Article 29 and 30 of the constitution (minority schools).

Q11. How will the SMCs be formed?

The detailed procedure for the formation of SMCs is outlined in Model Rule 13. State governments may modify the procedure if they deem necessary. Apart from the statutory requirement that 75% members shall be parents of children studying in the school, 50% of the total members women, the model rule prescribes that the Chair and Vice Chairpersons should be from amongst the parents; it should meet at least once a month, the minutes of its meetings should be made public and so on.

IV. Protection and Monitoring of Children's Right

Q12. If a child is denied admission, beaten up or discriminated against, or his/her right is violated in any other manner, what will be the redressal mechanism?

One may assume that a number of complaints would be settled at the school and SMC level itself, through the intervention of civil society groups. If that does not happen, the next step would be for the complaint to be filed with the local authority. The complainant could appeal to the SCPCR if the action of the local authority does not redress the complaint satisfactorily.

Q13. Can NCPCR/SCPCR act on their own, even if a complaint has not been filed?

Yes, both the NCPCR and the SCPCRs can move on their own, *suo moto,* without any one specifically filing a complaint. As per Model Rule 25, SCPCRs shall set up child help lines, accessible by SMS, telephone and letter for receiving and registering complaints.

The problem at present (April 2010) is that the NCPCR is in the process of being reconstituted, and only five states have constituted their SCPCRs, that too with varying

capacities. The exact rules and procedures for redressal shall have to be worked out by the NCPCR when it again becomes properly functional, and it will have to assist the SCPCRs to do the same. The reconstituted NCPCR is expected to carry forward its earlier initiatives of linking and networking with civil society organizations for monitoring, appointing state commissioners for the enforcement of the Act (on the lines of Supreme Court Commissioners for Right to Food), networking with other Commissions like the one's for Human Rights, Women and Minorities, set up helplines and set up a separate division for enforcing the Right to Education.

The Model Rules provide that in states that do not have SCPCR at present (which is set up by the Women and Child department), the education department shall constitute a Right to Education Protection Authority (REPA) till the SCPCR comes into force.

Q14. What kind of powers do the NCPCR/SCPCR have? Can they punish?

Under the NCPCR Act 2005, the NCPCR and SCPCRs have quasi-judicial powers whereby they can investigate, summon and recommend cases to the courts. They can not, however, pass judgments and hand out punishments.

Q15. What about the courts? Which court can one go to and who can go?

As a law flowing out of a fundamental right, it is justiciable from the lowest to the highest court of the country. One can file a case in the lowest civil court, or the Supreme/High Court, depending on the nature of complaint.

Q16. Is there any role for NGO's/civil society groups in monitoring?

NCPCR has already initiated moves to work through civil society groups in a variety of ways. Independent of that, NGOs and other civil society groups can on their own bring violations to the notice of authorities and courts. An example of that is the civil society group Social Jurist working in Delhi. They can ensure opening of neighbourhood schools, monitoring teacher availability, and help in local redressal mechanisms.

Q17. What if the problems are not local but of higher levels, like unavailability of funds, insufficient teacher recruitment and so on?

Since the 'compulsion' in the Act is on the governments, the NCPCR/SCPCR and the courts shall have to investigate where the onus of a particular violation rests, and judge accordingly.

Reference

The content in Article 6.1 on FAQs in this Handbook is an excerpt from the FAQs on the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 in context of Protection of Child Rights in Schools (version 2, 21 May, 2010) by Dr. Vinod Raina, BGVS, and Member CABE Committee that drafted the RTE Act 2009.

6.2 পরিভাষা (Glossary)

১। চাইল্ড বা শিশু ১৮ বছরের কম বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে শিশু বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। [শিশু অধিকার সনদ অনুচ্ছেদ-১, জে. জে. অ্যাক্ট - ধারা-২(ট)]

২। জুভেনাইল ইন্ কন্ফ্লিক্ট উইথ ল বা আইনের সাথে সংঘাতে থাকা কিশোর (জে.সি.এল) - কোনো কিশোর যে কোনো অপরাধমূলক কাজ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরাধ বলতে বোঝাবে সেই সময়ে চালু থাকা যে কোনো আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য কাজ। জে. জে. অ্যাক্ট - ধারা-২(ঠ)

৩। জুভেনাইল জাস্টিস্ বোর্ড বা কিশোর ন্যায়বিচার পর্ষদ (জে.জে.বি) - ফৌজদারী দন্ডবিধি, ১৯৭৩-এ (১৯৭৪ সালের ২ নং আইন) যাই থাকুক না কেন আইনের সাথে সংঘাতে থাকা কিশোর-কিশোরীদের ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এন্ড প্রোটেক্শন অফ চিল্ড্রেন) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ শুরু হওয়ার তারিখ (২৩শে আগস্ট, ২০০৬) থেকে এক বছর সময়ের মধ্যে, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, প্রতিটি জেলার জন্য এক বা একাধিক কিশোর ন্যায়বিচার পর্ষদ গঠন করবেন।

৪। চাইল্ড ইন্ নীড অফ কেয়ার এন্ড প্রোটেক্শন বা যে শিশুর যত্ন ও নিরাপত্তার প্রয়োজন (সি.এন.সি.পি)- যত্ন ও নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে এমন শিশু বলতে বোঝাবে এমন শিশু -

১) যার কোনো বাড়িঘর বা নির্দিষ্ট ঠিকানা বা বাসস্থান নেই এবং আপাতদৃষ্টিতে জীবনধারণের কোন উপায় নেই, যাকে ভিক্ষা করতে দেখা যাবে অথবা যে একজন পথশিশু বা কর্মরত শিশু।

২) যে শিশু কোনো ব্যক্তির সাথে বাস করে (যিনি শিশুটির অভিভাবক হোন বা না হোন) এবং সেই ব্যক্তি —

ক) শিশুটিকে হত্যা বা আঘাত করার ভয় দেখিয়েছে এবং শিশুটি সেই ব্যক্তির দ্বারা নিহত, নিপীড়িত বা আহত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে, অথবা

খ) অন্য কোনো শিশু বা শিশুদের হত্যা, নিপীড়ন বা অবহেলা করেছে এবং উল্লিখিত শিশুটিরও সেই ব্যক্তি দ্বারা নিহত, নিপীড়িত বা অবহেলিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে,

৩) মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু, অসুস্থ শিশু বা মাড়ক বা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত শিশুরা, যাদের সাহায্য করার বা দেখাশোনা করার কেউ নেই,

৪) যার কোনো পিতা, মাতা বা অভিভাবক আছে এবং সেই পিতা, মাতা বা অভিভাবক শিশুটিকে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে অযোগ্য বা অপারগ,

৫) যার পিতা বা মাতা নেই এবং তার দেখাশোনা করতে ইচ্ছুক এমন কেউ নেই অথবা যার পিতা মাতা তাকে পরিত্যাগ অথবা প্রত্যর্পিত করেছে অথবা হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে আসা কোনো শিশু, যথেষ্ট অনুসন্ধান সত্বেও যার পিতামাতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না,

৬) যৌন নিপীড়ন বা অবৈধ কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে যাকে নিপীড়ন, অত্যাচার বা শোষণ করা হচ্ছে বা তার সম্ভাবনা রয়েছে,

৭) পাচার বা মাদকাসক্ত করার বিপদ আছে বা পাচার বা মাদকাসক্ত সম্ভাবনা রয়েছে বা পাচারের কাজে যাকে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে,

৮) অবিবেকসম্মত লাভের জন্য যে নিপীড়িত হচ্ছে বা যার নিপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,

৯) যে কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ, নাগরিক বিশৃঙ্খলা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। [জে. জে. অ্যাক্ট - ধারা-২(ঘ)]

৫। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি বা শিশু কল্যাণ সমিতি (সি.ডব্লিউ.সি) - রাজ্য সরকার, কিশোর ন্যায়বিচার (শিশুদের যত্ন নিরাপত্তা) সংশোধন আইন ২০০৬ শুরু হওয়ার তারিখ (২৩শে আগস্ট, ২০০৬) থেকে এক বছর সময়ের মধ্যে, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করে বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট প্রতিটি জেলার জন্য একটি বা একাধিক শিশু কল্যাণ সমিতি গঠন করতে পারেন।

এই আইন অনুযায়ী যত্ন, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিকাশ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানো এবং মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করার চূড়ান্ত অধিকার শিশু কল্যাণ সমিতিরই থাকবে। (জে.জে.অ্যাক্ট ২৯ এর ১, ২০০৬ এর সংশোধন সহ, এবং ৩১ এর ১)

৬। শিশু অধিকার সনদ - রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০শে নভেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে শিশু অধিকার সনদ গ্রহণ করে। এই শিশু অধিকার সনদটিতে একগুচ্ছ নিয়ম নির্দেশিত হয়েছে যেগুলি শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষার জন্য সব রাষ্ট্রকেই মেনে চলতে হবে। এই সনদটি মামলা-মোকদ্দমার সাহয্য না নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের সমাজে যথাসম্ভব পুনর্মিলন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে তা অনুমোদন করেছে।

৭। রাইট টু সারভাইভাল বা অস্তিত্বের অধিকার - সনদের অধিকারগুলিকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। যার একটি হল অস্তিত্বের অধিকার। এর মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার, যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। (শিশু অধিকার সনদ)

৮। রাইট টু ডেভেলপমেন্ট বিকাশের অধিকার - এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার, শিশুর গড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত একটি জীবনযাত্রার মান ভোগের অধিকার এবং অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। (শিশু অধিকার সনদ)

৯। রাইট টু প্রোটেক্শন বা নিরাপত্তার অধিকার - এই শ্রেণিতে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকার সমূহ, যেমন শরনার্থী শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশু। (শিশু অধিকার সনদ)

১০। রাইট টু পার্টিসিপেশন বা অংশগ্রহণের অধিকার - এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, অন্যদের সাথে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার এবং তথ্য ও ধারণা চাওয়া, পাওয়া ও প্রকাশর অধিকার। (শিশু অধিকার সনদ)

১১। গার্জেন বা অভিভাবক - কোনো শিশুর ব্যাপারে তার স্বাভাবিক অভিভাবক (ন্যাচারাল গার্জেন) অথবা অপর কোনো ব্যক্তি, শিশুটি যাঁর প্রকৃত দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

১২। স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট বা কিশোরদের জন্য বিশেষ পুলিশ বিভাগ (Special Juvenile Police Unit) —

প্রতিটি থানায় কুশলতাযুক্ত এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিমুখিতা আছে এরকম অন্ততঃ একজন করে আধিকারিককে 'কিশোর বা শিশু কল্যাণ আধিকারিক' (জুভেনাইল অর্ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার) হিসাবে অভিহিত করা হবে। 'কিশোর বা শিশু কল্যাণ আধিকারিক' পুলিশের সাথে সমন্বয় পূর্বক কিশোর বা শিশুদের ব্যাপারে কার্যনির্বাহ করবেন। কিশোর ও শিশুদের সাথে পুলিশের ব্যবহারে সমন্বয় ও উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় ও শহরে কিশোরদের জন্য বিশেষ পুলিশ বিভাগ থাকতে পারে।

১৩। বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড বা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ - শিশু বিষয়ে সকল কাজে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন তাদের স্বার্থই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। শিশুর স্বার্থ বলতে এখানে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, শিশু যা চাইবে সেটাই করা হবে। বরং এটাই বলা হচ্ছে, শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রত্যেকটি শিশুর চাহিদা, সামর্থ এবং প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করে যা কিছু প্রয়োজনীয় তা করতে হবে। (শিশু অধিকার সনদ-অনুচ্ছেদ-৩)

১৪। গোপনীয়তা - পরিবারের মধ্যে, অথবা বিকল্প তত্ত্বাবধানে, কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো স্থানে শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রয়েছে। শিশুর ও তার পরিবারের মান-মর্যাদা এবং সুনামের ক্ষেত্রে বেআইনি হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে। (শিশু অধিকার সনদ-অনুচ্ছেদ-১৬)

১৫। করপোরাল পানিশ্মেন্ট - ভারতীয় আইন অনুযায়ী এখনও অবধি করপোরাল পানিশ্মেন্ট এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কিছু সূচনা দেওয়া হয়েছে মাত্র। দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন ফর ফ্রী এন্ড কমপালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯ কে মাথায় রেখে করপোরাল পানিশ্মেন্টকে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে, যেমন (ক) শারীরিক শাস্তি (খ) মানসিক নিপীড়ন এবং (গ) বৈষম্যমূলক আচরণ। দ্য প্রোটেক্শন অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট, ২০১২ এর কথা মাথায় রেখে যৌন নির্যাতনকেও করপোরাল পানিশ্মেন্ট এর মধ্যে ধরা যেতে পারে। (গাইডলাইনস্ ফর এলিমিনেটিং করপোরাল পানিশ্মেন্ট ইন স্কুল, এন.সি.পি.সি.আর)

১৬। ফিজিক্যাল পানিশ্মেন্ট বা শারীরিক শাস্তি - যে কোনো শাস্তি যেখানে শারীরিক শক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিছু মাত্রায় যন্ত্রণা, অস্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেটা যতই লঘু হোক না কেন। (গাইডলাইনস্ ফর এলিমিনেটিং করপোরাল পানিশ্মেন্ট ইন স্কুল, এন.সি.পি.সি.আর)

১৭। মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট বা মানসিক নিপীড়ন - বলতে বোঝায় যে কোনো অ-শারীরিক আচরণ যা কোনো শিশুর পড়াশোনা এবং মানসিক কল্যাণের ক্ষতি করে। (গাইডলাইনস্ ফর এলিমিনেটিং করপোরাল পানিশ্‌মেন্ট ইন স্কুল, এন.সি.পি.সি.আর)

১৮। বৈষম্যমূলক আচরণ - বলতে বোঝায় যে কোনো শিশুর প্রতি তার জন্মস্থান, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, প্রতিবন্ধকতা, ভাষা, অঞ্চল, স্বাস্থ, সামাজিক-অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো অবস্থান এবং স্কুলের প্রদেয় অর্থ দিতে না পারা বা শিক্ষার অধিকার আইনবলে কোনো সংরক্ষণের আওতায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যবহার। এটা প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে পারে। (গাইডলাইনস্ ফর এলিমিনেটিং করপোরাল পানিশ্‌মেন্ট ইন স্কুল, এন.সি.পি.সি.আর)